[তিন]

প্রতীক সাপের রহস্য

প্রতীকধারী সাপ ও তার তাৎপর্য। শাসনতান্ত্রিক স্তর ও বিধি-নিষেধের স্থায়িত্বহীনতা। শাহী মহলসমূহে ভীতি। ক্ষমতা ও উচ্চাকাংখা। পার্লামেন্ট-সমূহ— "বাক্য বিশারদ।" পুস্তিকা ক্ষমতার অপব্যবহার— অর্থনৈতিক দাসত্ব। "গণ অধিকার"— একচেটিয়া ব্যবস্থা ও আভিজাত্য। ম্যাসন (Mason) ইহুদী বাহিনী। গইমদের ক্রমাবনতি— খাদ্যাভাব ও পুঁজির অধিকার। জনমত ও "সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম প্রভু।" অভিষেক। ফ্রিম্যাসন স্কুলের কার্যসূচী সম্পর্কে ইংগিত। সমাজ কাঠামো সম্পর্কিত বিজ্ঞানের গুপ্ত রহস্য। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্গতি। আমাদের অর্থাৎ ইহুদী সমাজের নিরাপত্তা। পরিচালক হারানো— ম্যাসনারী এবং ফরাসী বিপ্লব। ম্যাসনারীর অপরিহার্যতার কারণ। গুপ্ত ম্যাসনারীর দালালদের ভূমিকা। আযাদী।



আজ আমি তোমাদের বলতে পারি যে, আমাদের লক্ষ্যস্থল মাত্র কয়েক হাত দূরে অবস্থিত। আর সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করলে আমাদের ইহুদী জনসাধারণের প্রতীক চিহ্নরূপী সাপ তার দীর্ঘ সফর শেষ করবে। এ সফর বৃত্তটি যখন পূর্ণ হবে তখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো এর আবেষ্টনীতে শক্তভাবে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

বর্তমানের সকল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো শীগগীরই ভেঙ্গে যাবে। কারণ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময়ই এতে এমনভাবে ভারসাম্যের অভাব রেখে দিয়েছি যেন সর্বদা একটা দোদুল্যমান অবস্থা বিরাজ করে—যতক্ষণ পর্যন্ত না চাকা সম্পূর্ণরূপে ঘুরে যায়। গইম সমাজের ধারণা এই যে, তারা পরস্পরকে এই শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে মজবুতভাবে গ্রথিত করেছে। আর তারা আশাও পোষণ করে যে, শাসনতান্ত্রিক কাঠামোগুলো তাদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে। কিন্তু এ ব্যবস্থার মূল শক্তি কেন্দ্র ক্ষমতাসীন রাজাধিরাজ জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর এ প্রতিনিধিদল নির্বোধের ভূমিকায় অভিনয় করে এবং নিজেদের অনিয়ন্ত্রিত দায়িত্ববোধহীন ক্ষমতার সাহায্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। শাহী প্রাসাদের ভীতিমূলক পরিবেশের নিকটই তারা তাদের ক্ষমতার জন্য ঋণী থাকে। যেহেতু শাসকবর্গ জনগণের সঙ্গে মেলামেশার বা তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবার কোনই সুযোগ পায় না, সেহেতু তারা জনগণের সঙ্গে কোন

রাষ্ট্রগুলো এ শক্তিটিকে কাজে লাগানোর সঠিক কৌশল আয়ত্ব করতে পারেনি। তাই প্রেস আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রেসের মাধ্যমেই আমরা নিজেদের লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা অর্জন করেছি। প্রেসের প্রতি ধন্যবাদ। আমাদের হাতে স্বর্ণও রয়েছে। আর প্রেসকে দখল করার জন্য আমাদের অশ্রু ও রক্তের সাগর মন্থন করে—স্বর্ণ হাসেল করতে হয়েছে। তবু আমরা এ ত্যাগের বিনিময়ে যথেষ্ট পেয়েছি যদিও আমরা কঠিন কাজ করতে গিয়ে আমাদের অনেক লোক হারিয়েছি। খোদার দৃষ্টিতে আমাদের গোত্রের এক একজন মৃত ব্যক্তি এক হাজার গইমের সমতুল্য।

প্রকারের আপোষ-মীমাংসাও করতে পারে না। তাই তাদের ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য তারা ক্ষমতালিপ্সু জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আঁতাত স্থাপন করে। আমরা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম শাসক ও জনগণের অথবা শক্তির মাঝখানে এমন এক ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছি যে, তাদের উভয় পক্ষেরই অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ অন্ধ ও তার লাঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। উভয়েই পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করলে যেমন অকেজো হয়ে যায় তেমনি এ শাসক ও শাসিতদের অবস্থা।

ক্ষমতালিপ্সুদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য উস্কানী দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী ঝগড়া-বিবাদ জিইয়ে রাখার যাবতীয় উপায়-পন্থা অবলম্বন করেছি। এর ফলে আযাদী সম্পর্কিত তাদের উদার মনোভাব ক্রমেই বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা নানা ধরনের সংস্থা স্থাপন করেছি। বিভিন্ন দল গঠন করে এদের অস্ত্রসজ্জিত করে দিয়েছি। এবং শাসন ক্ষমতাটিকে প্রতিটি উচ্চাকাংখা পূরণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ঠিক করে দিয়েছি। রাষ্ট্রগুলোকে আমরা শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করেছি। এখানে অসংখ্য বিভ্রান্তিকর আলোচ্য বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যেও হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। .... আরও একটু ... তারপর বিচ্ছৃংখলা ও দেউলিয়াপনা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বব্যাপী......।

অন্তহীন গোলমাল সৃষ্টিকারীগণ পার্লামেন্টের অধিবেশন ও শাসন বিভাগীয় বোর্ডগুলোতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। নির্ভীক সাংবাদিক ও দ্বিধা সংকোচহীন প্রচার পুস্তিকার প্রকাশকগণ প্রতিদিনই শাসন বিভাগীয় অফিসারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যায়। ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিটি সংস্থাকে উৎখাত করার চরম মুহূর্তটিকে ডেকে নিয়ে আসবে এবং উন্মত্ত জনতার চাপে সবকিছুই শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। দারিদ্রের চাপ প্রতিটি ব্যক্তিকে কঠোর শ্রমের শিকলে বেঁধে দিয়েছে। এ শিকল গোলামীর শিকলের চেয়েও বেশী মজবুত। কোন না কোন উপায়ে কঠোর শ্রমের দায় থেকে মুক্ত হয়ে হয়তবা এরা কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারতো—কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে কখনও তারা এ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। আমরা শাসনতন্ত্রে জনগণের জন্য এমন সব অধিকারের ফিরিস্তি লিখে দিয়েছি যা জনগণের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এসব তথাকথিত "গণ অধিকার" শুধু চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এ চিন্তা কখনও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে রূপলাভ করতে পারে না।

প্রলেতারিয়েত (Proletariate) বা সর্বহারা মজদুরদের কি দশা ! সেতো দ্বিগুণ শ্রমের চাপে আরও নুইয়ে পড়ে, তার ভাগ্য আরও বিড়ম্বিত হয়। বক্তার দল যদি যা তা বলে গোলমাল সৃষ্টির প্রয়াস পায় এবং সাংবাদিকদল যদি ভাল ভাল তথ্যের পাশাপাশি অর্থহীনভাবে যা তা লেখার অধিকার পায় তাহলেও

সর্বহারাদের কোন ফায়দা নেই। প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারাদের শাসন সংবিধান মারফত আমরা যা দিয়েছি তা নেহায়েত অনুকম্পা করে আমাদেরই উচ্ছিষ্ট থেকে কিছু উঠিয়ে দেয়া মাত্র। আমাদের দালাল গোষ্ঠীর যেসব ভৃত্যকে আমরা শাসন ক্ষমতায় বসিয়ে দেই তাদের স্বপক্ষে অথবা আমাদের নির্দেশিত ব্যক্তির স্বপক্ষে ভোট দানের পুরস্কার স্বরূপই আমরা সর্বহারাদের সামান্য উচ্ছিষ্ট দান করি। ... জনগণের জন্য প্রজাতান্ত্রিক অধিকার ভাগ্যের পরিহাস মাত্র। বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তাকে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তার কোন প্রতিদানই সে পায় না। অপর দিকে গ্যারান্টি হরণ করে নিয়ে সর্বহারাদের সম্পূর্ণরূপে কমরেডদের পরিচালিত ধর্মঘট এবং মালিকদের লক আউটের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদেরই উস্কানীর দরুন জনগণ তাদের সমাজে অভিজাত শ্রেণীর ধ্বংস সাধন করেছে। অথচ এ শ্রেণীতেই ছিল তাদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের একমাত্র রক্ষাকবচ। আজকাল অভিজাত শ্রেণী ধ্বংস হয়ে যাবার পর জনসাধারণ নিষ্ঠুর অর্থ গৃধ্নু বদমায়েশদের খপ্পরে পড়েছে। আর এ বদমায়েশ শ্রেণী শ্রমিকদের ঘাড়ের উপর নির্মম ফাঁস এঁটে দিয়েছে।

আমরা রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করি মজলুম শ্রমিকদের ত্রাণকর্তা সেজে। আর ত্রাণকর্তা হিসেবেই আমাদের সংগ্রামী বাহিনীতে যোগদান করার জন্য তাদের উস্কানী দেই। আমাদের সংগ্রামী বাহিনী হচ্ছে সমাজতন্ত্রী, নৈরাজ্যবাদী ও কমুনিষ্ট দল। আমরা এদের সর্বদা সমর্থন করে থাকি। কর্মীদের শ্রম থেকে যে অভিজাত শ্রেণী এতদিন আইনের জোরে ফায়দা হাসিল করছিল, তারা কিন্তু শ্রমিকদের ভাল খাবার দিয়ে সুস্থ-সবল রাখার পক্ষপাতী ছিল। আমরা কিন্তু এদের বিপরীত বিষয়ে আগ্রহী। অর্থাৎ শ্রমিকদের ক্রমে অসাড় করে দিয়ে গোটা গইম সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া। স্থায়ী খাদ্যাভাব ও শ্রমিকদের দৈহিক দুর্বলতার মধ্যেই আমাদের শক্তি নিহিত। কারণ, এ দু'টি বিষয় শ্রমিক সমাজকে আমাদের মরজীর গোলামে পরিণত করে। খাদ্যাভাব ও দৈহিক দুর্বলতার দরুন শ্রমিকেরা কখনও আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি ও উৎসাহবোধ করবে না। রাজা মহারাজাদের প্রণীত আইনের বলে অভিজাত সম্প্রদায় যেভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে শাসন করতো তার চেয়ে অধিকতর নিশ্চিতভাবে আমরা এদের শাসন করেছি। পেটের জ্বালাই শ্রমিক শ্রেণীকে আমাদের সম্পদের কেনা গোলাম হতে বাধ্য করেছে।

অভাব এবং অভাব থেকে সৃষ্ট হিংসা ও ঘৃণার সাহায্যে আমরা জনতাকে আমাদের ইচ্ছামত চলতে বাধ্য করবো এবং এদের হাতেই আমরা তাদের খতম করবো যারা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র বিশ্বের মহান অধিপতিরূপে আমাদের নেতার অভিষেক উৎসব পালনের দিন

যখন আসবে তখন এ শ্রমিক শ্রেণীর হাত দিয়েই আমরা আমাদের দুশমনদের সাবাড় করবো। গইম সমাজ চিন্তা করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের বিশেষজ্ঞগণ তাদের যেভাবে চিন্তা করার পরামর্শ দেয় তারা সেভাবেই চিন্তা করে। এ জন্যই আমাদের রাজ্য কায়েম হলে আমরা তৎক্ষণাৎ কি কি পন্থা অবলম্বন করবো সে সম্পর্কে চিন্তা করে দেখার আশু প্রয়োজনীয়তা তারা কখনও অনুভব করে না। আমাদের বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষালয়গুলোতে একটি সরল সত্য সম্পর্কে শিক্ষাদান জরুরী। কেননা এ সত্যটাই সকল জ্ঞানের মূল —মানব জীবন ও সামাজিক অস্তিত্বের ভিত্তি। সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য কার্য বন্টন এবং জনগণকে বিভিন্ন শ্রেণী ও অবস্থানুসারে বিভক্তি করণ অত্যন্ত জরুরী। সকলেরই জানা দরকার যে, মানবীয় কার্যকলাপের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকার দরুন সকল মানুষ সমান হতে পারে না। একথাও জানা দরকার যে ব্যক্তি বিশেষ তার কোন কাজের মাধ্যমে একটা শ্রেণীর পক্ষ থেকে আপোষ রফা করে এলে তা ঐ শ্রেণীর সকল লোকদের উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে নিজেরই অস্তিত্ব এবং মর্যাদা ছাড়া অন্য কারো প্রতিনিধিত্ব করে না। সমাজ কাঠামো সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞান কখনও আমরা গইমদের নিকট প্রকাশ করি না। গইমদের আমরা যে ধরনের কাজ করতে আদেশ করি, সেসব কাজ করার ফলে তাদেরই যে গোটা সমাজের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যাবে—এ সত্য তাদের নিকট থেকে গোপন রাখাই জরুরী। আমাদের প্রণীত পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করার পর মানুষ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রকর্তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং রাষ্ট্র কর্তাগণ তাদের যে মর্যাদা দান করবে ও যে কাজে নিয়োগ করবে তা তারা সবাই দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিবে। জ্ঞানের বর্তমান অবস্থা এবং এ অবস্থাকে অধিকতর উন্নত করার উদ্দেশ্যে আমাদের রচিত নিয়মাবলী জনগণ ছাপার অক্ষরে লেখা দেখতে পেয়ে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস এবং আনন্দ প্রকাশ করে। বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত নিয়ম-কানুন ও জনতার অজ্ঞতার প্রতি ধন্যবাদ। জনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা সকল অবস্থার প্রতিই একটা অন্ধ বিদ্বেষ পোষণ করে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, শ্রেণী বিভাগ ও নিজেদের সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে তারা কিছুই অবগত নয়।

অর্থনৈতিক দুর্গতি বিদ্বেষের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে। কারণ ঐ অবস্থায় অর্থ বিনিময় সংস্থা ও শিল্প-কারখানা সবই বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সকল গুপ্ত পন্থার মাধ্যমে ইউরোপীয় দেশগুলোতে আমাদের ষড়যন্ত্রমূলক বুদ্ধি ও পুঞ্জিভূত স্বর্ণের সাহায্যে এমন অর্থনৈতিক দূরবস্থা সৃষ্টি করবো যে, সকল শ্রমজীবীগণ পথে বের হয়ে আসতে বাধ্য হবে। উত্তেজিত জনতা তখন সোল্লাসে ঐসব লোকের রক্তপাত ঘটানোর জন্য ছুটে যাবে যাদের ঘৃণায় নিজেদের অন্তর

শৈশবের দোলনা থেকেই ভরপুর। আর হৈচৈ ও গোলমালের মধ্যে জনতা ঘৃণিত সম্পদশালীদের সকল বিত্তসম্পদ লুট করে নেবে।

আমাদের সম্পদ তারা স্পর্শও করবে না। কারণ কোন্ সময় জনতার আক্রমণ শুরু হবে তা আমাদের জানাই থাকবে। কাজেই যথাসময়ে আমরা আমাদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবো।

আমরা এমন এক উন্নতির চিত্র গইমদের সামনে তুলে ধরেছি যার মোহে তারা আমাদের সার্বভৌম ক্ষমতার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। আমাদের সর্বময় কর্তৃত্বের গোড়ায় রয়েছে এ ধরনের কৌশল। আমাদের শাসকগণ জানেন কি পরিমাণ বিচক্ষণতা ও কঠোরতার সাথে জনগণের আস্ফালন বন্ধ করা যায়। তারা আরও জানেন কোন্ উপায়ে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে উদারতা সহনশীলতার মনোভাব বিলীন করে দেয়া যায়।

জনগণ দেখতে পেয়েছে যে, তারা যেসব সুযোগ ভোগ করছিল তাও তারা আযাদীর মোহে হারিয়ে ফেলেছে। কেননা তারা নিজেদেরকেই এখন সার্বভৌম শক্তি বলে ধারণা করে নিয়েছে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ শক্তিকে ঠেলে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সকল অন্ধদের মত অন্ধ জনসাধারণ একটি বেদীর সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। নিজেদের সার্বভৌমত্ব পেয়েছে বলে ভুল করে নূতন পরিচালক বাছাই করে নিয়েছে। পূর্বাবস্থায় কিছুতেই আর তারা ফিরে যেতে রাজী নয়। আর এ মনোভাবের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ এরা তাদের সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার আমাদের পদতলে সমর্পণ করে দিয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের কথা স্মরণ করে দেখ। আমরাই ওটাকে "মহান" বিশেষণটি দিয়েছি। এ বিপ্লবের যাবতীয় গুপ্ত প্রস্তুতির খবর আমাদের জানা রয়েছে কেননা সম্পূর্ণ আন্দোলনটিই ছিল আমাদের হাতের খেলা মাত্র। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে আমরাই জনগণকে একটা বিশৃংখলা থেকে অপর বিশৃংখলার দিকে পরিচালনা করে আসছি। ধারাবাহিকভাবে বিশৃংখলার পর বিশৃংখলা সৃষ্টি করার এ কাজটি আমরা এ জন্য করছি যেন জনগণ এক সময় সকলের প্রতি আস্থা হারিয়ে সর্বময় ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ইহুদী বাদশার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমরা বিশ্বশাসনের উদ্দেশ্যে এ বাদশাকে প্রস্তুত করে চলেছি।

বর্তমানে বিশ্ব শক্তি হিসেবে আমরা একটা অপরাজেয় শক্তি— কেননা, এক শক্তি যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে বহু শক্তি আমাদের সাহায্য করে।

গইম সমাজের যেসব লোক হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষমতার গদীর দিকে অগ্রসর হয় তাদের সীমাহীন বদমায়েশী, দুর্বলের প্রতি নির্মম আচরণ, দোষ ও

অপরাধের প্রতি ক্ষমাহীন কঠোরতা, স্বাধীন সমাজের স্বাভাবিক পারস্পরিক মতভেদের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব এবং হিংসাত্মক পন্থায় সর্বময় কর্তৃত্ব বহাল রাখার সংকল্পই আমাদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। বর্তমানের জাঁদরেল ডিরেক্টরদের অধীনে গইম সমাজ অসহায়ভাবে সকল দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এবং এমন সব গালাগাল সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে যার জন্য পূর্বে ২০জন বাদশাহকেও হত্যা করতে তারা কুণ্ঠিত ছিল না।

এ কৌতুকজনক ব্যাপারটার অর্থ কি ? জনগণ এমনভাবে ডিক্টেটরদের (Dictator) বর্শবর্তী হয়ে গেল কি করে ?

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ডিক্টেটরগণ তাদের এজেন্টদের মারফত জনগণের কাছে অবিরাম প্রচার করে চলেছে যে, ডিক্টেটরদের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি সাধন করা হবে। জনগণের কল্যাণ, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সংহতি ও সমানাধিকার অর্জন করার জন্য ডিক্টেটরী ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা খুবই জরুরী। জনগণের কাছে এ ডিক্টেটরগণ যে সত্যটি প্রকাশ করছেন তা হচ্ছে এই যে, জনগণের অটুট ঐক্য কায়েম হবে একমাত্র আমাদেরই (ইহুদীদের) সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অধীনে।

এ ধরনের প্রচারের ফলে জনগণ সৎলোকের নিন্দা করে আর দুর্বৃত্তদের করে প্রশংসা এবং এভাবেই তারা তাদের অজ্ঞতা ও অস্থিরতার দরুন নিজেদের সমাজের সকল প্রকার স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে চলেছে ও প্রতি পদে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে।

'আযাদী' শব্দটি মানুষকে যে কোন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে দাঁড় করিয়ে দেয়। এ শব্দের মোহে জনগণ যে কোন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, এমনকি খোদা এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধেও লড়তে তৈরী হয়ে যায়। এ জন্যই আমরা যখন আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করবো তখন এ শব্দটিকে জীবন অভিধানে পাশব শক্তির নীতিবোধক অর্থে প্রকাশ করবো যেন এ শব্দের যাদু জনতাকে রক্ত পিপাসু পশুর দলে পরিণত না করে। এ জন্তুগুলো যতবার রক্তপান করে ততবারই তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়। ঐ সময়ই এদের হাতে পায়ে বেড়ী লাগানো সহজ। কিন্তু যদি এদের রক্ত দেয়া না হয় তাহলে এরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে না এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

ঈমান হরণ

প্রজাতন্ত্রের স্তর— ভদ্র ম্যাসন দল— আযাদী ও ঈমান— আন্তর্জাতিক শিল্প প্রতিযোগিতা— আনুমানিক হিসাবের গুরুত্ব— স্বর্ণের প্রভাব।



প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রকেই কতকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথমে গণ-উন্মাদনার সূচনা হয় এবং জনতা উত্তেজনার বশে অন্ধ হয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে। দ্বিতীয় স্তরে উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের নেতৃত্ব। এ নেতৃত্ব থেকেই নৈরাজ্যের জন্ম হয়। আর নৈরাজ্যই অনিবার্যরূপে স্বৈরাচারী শাসন ডেকে নিয়ে আসে। এ স্বৈরাচার আইনসংগতও নয়, আর জনগণের সরল চোখে ধরা পড়ার মতও নয়। এটা অদৃশ্য ও গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী শাসন ব্যবস্থা। ঐ প্রতিষ্ঠানটিই পর্দার আড়ালে থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার এজেন্টদের মাধ্যমে সব কাজ করিয়ে নেয়। অপর দিকে ক্রীড়নক সরকার বা এজেন্টদের ঘন ঘন পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের গুপ্ত প্রতিষ্ঠান নিজের শক্তি মজবুত হতে অধিকতর মজবুত করতে থাকে।

অদৃশ্য শক্তিকে উৎখাত করতে পারে এমন কে বা কোন্ শক্তি আছে? এটাই প্রধানত আমাদের শক্তির রহস্য। ভদ্রবেশী ম্যাসনারী দল আমাদের গুপ্ত শক্তির আবরণ হিসাবে কাজ করে। তাই আমাদের গুপ্ত শক্তির পরিকল্পনা এমন কি এর অবস্থান পর্যন্ত সমগ্র জনসাধারণের কাছে একটা অজ্ঞাত রহস্য হয়ে থাকে।

কিন্তু আযাদী সত্যি কল্যাণকর হতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা জগণের ক্ষতি করার পরিবর্তে উপকার করতে পারে যদি আযাদী আন্দোলনের ভিত্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও মানব জাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উপর স্থাপিত হয়। সকলের সমানাধিকারের দাবীই হচ্ছে সকল অনর্থের মূল। কেননা সৃষ্টি কর্তাই কোন মহলকে কোন কোন মহলের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। উপরোল্লিখিত ঈমানের জোরেই মানুষকে ধর্ম নেতাদের অভিভাবকত্বে সহজে শাসন করা সম্ভব। পৃথিবীর উপর খোদার সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন নেতাদের হাতে আত্মসমর্পণ করে মানুষ পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনুগত্য সহকারে জীবনযাপন করতে সর্বদাই প্রস্তুত। আমাদের জন্য তাই মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলা অত্যন্ত জরুরী। গইম জনগণের অন্তর থেকে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার ধারণা মুছে ফেলতে

হবে এবং সেস্থলে শুধু গণিতের হিসাব পত্র ও বস্তুতান্ত্রিক জরুরতের অনুভূতি প্রবল করে তুলতে হবে।

গইম সমাজের লোকগণ যেন চিন্তা ও লক্ষ্য করার সুযোগই না পায় সে জন্য আমরা এদের মন-মগজকে শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়ে দেব। এর ফলে স্বার্থের নেশা গইম জাতিগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় এরা এমনভাবে অন্ধ হয়ে যাবে যে, এদের সকলের একমাত্র শত্রুর দিকে চোখ তুলে তাকাবার ফুরসৎ পর্যন্ত পাবে না। পুনরায় আযাদীর মারফত জাতিগুলোকে চিরদিনের মত ধ্বংস ও বিক্ষিপ্ত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ফটকা বাজারের আবর্তে নিক্ষেপ করবো। এর ফলে শিল্প কারখানা দেশ থেকে যা কিছু সংগ্রহ করবে ফটকা বাজারের মাধ্যমে তা আমাদের হাতেই এসে পড়বে। পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের তীব্রতর দ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বজ্র-আঘাত নিরাসক্ত, উদাসীন ও হৃদয়হীন সম্প্রদায়ের জন্ম দিবে বরং জন্ম দিয়েছে।

এ ধরনের সম্প্রদায়গুলো উচ্চতর রাজনীতি ও ধর্মের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করবে। তাদের একমাত্র আদর্শ হবে স্বার্থ অর্থাৎ সোনা। পার্থিব সুখ ও আরাম-আয়েশের খাতিরে তারা সোনার পূজারী হয়ে যাবে। এস্তরে পৌছার পর গইম সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের নেতৃত্বে তাদের সমাজের বুদ্ধিমান শ্রেণীকে আক্রমণ করবে। এ শ্রেণীটিই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুশমন। গইম জনতা কোন কল্যাণের জন্য সকল সম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে এ আক্রমণ করবে না। আমাদের দ্বারা দীর্ঘকাল যাবত বুদ্ধিমানদের বিরুদ্ধে একটানাভাবে প্রচারিত বিদ্বেষের ফলেই এরা নিজেদেরই সমাজের উত্তম লোকদের আঘাত করতে এগিয়ে আসবে।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অদৃশ্য সরকার

সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে সরকার গঠ — ম্যাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি— রাষ্ট্রগুলোর ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারার কারণ— ইহুদীদের "পূর্বনির্ধারিত মঞ্জিলের" রাজ্য— রাষ্ট্র যন্ত্রের ইঞ্জিন (Engine) হচ্ছে স্বর্ণ— সমালোচনার তাৎপর্য— প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠান— শব্দজাল সৃষ্টির প্রতি ক্লান্তি— জনমত কিভাবে স্বপক্ষে আনা যায়— ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার গুরুত্ব— সুপার সরকার (Super Government)।



যে সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে সে সমাজে চাতুরী ও তাক লাগানো কলা-কৌশলের সাহায্যেই ধন-সম্পদ অর্জন করা সম্ভব। যে সমাজের শাসনব্যবস্থা শিথিল, যে সমাজে নৈতিকতা স্বেচ্ছা প্রণোদিত নয় বরং আইন ও কঠোর শাস্তির মাধ্যমে নৈতিকতা রক্ষা করা হয়, যেখানে বিশ্ব প্রচলিত অন্যান্য আকীদা-বিশ্বাস ঈমান ও দেশাত্মবোধের স্থান দখল করে, সে সমাজ কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থা পেতে পারে? কঠোর স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা ছাড়া এসব জাতি আর কোন্ ধরনের ব্যবস্থার উপযোগী? আমরা এমন একটি সরকার গঠন করবো যার হাতে সমাজের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হবে। এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এ সরকারটি আমাদের হাতের মুঠোয় থাকবে। আমরা এ সরকারের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে আমাদের প্রজাদের রাজনৈতিক জীবনের ছোট-বড় প্রত্যেকটি কাজ নিয়ন্ত্রণ করবো। আমরা নূতন নূতন যেসব আইন জারী করবো তা একে একে গইম সমাজের পূর্ব প্রচলিত সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হরণ করবে। আমাদের রাজ্যের বৈশিষ্ট্যই হলো চরম স্বৈরাচার। যে কোন সময়, যে কোন স্থানে যে কোন গইম কথায় ও কাজে আমাদের বিরোধিতা করা মাত্রই তাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মিটিয়ে দেয়া হবে।

আমাদেরকে বলা হবে যে, আমি যে ধরনের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার কথা বলছি তা এ যুগে চলতে পারে না। কেননা এটা উন্নত যুগ। কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেবো যে, উন্নতি সত্ত্বেও এ যুগে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

এক যুগ ছিল যখন মানুষ সিংহাসনে আসীন রাজা-মহারাজাদের খোদার সত্যিকার প্রতীক মনে করতো এবং বিনা দ্বিধায় রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের নিকট আত্মসমর্পণ করতো। কিন্তু যেদিন আমরা মানুষের মনে তাদের অধিকারের প্রশ্ন

জাগিয়ে দিয়েছি, সেদিন থেকেই তারা সিংহাসনে উপবিষ্টদের মরণশীল সাধারণ মানুষ মনে করতে শুরু করেছে। রাজা-বাদশাগণ স্বয়ং খোদার খলীফা হওয়ার বিশ্বাস যেদিন জনগণের মন থেকে বিদূরিত হয়েছে এবং খোদার প্রতি জনগণের যে ঈমান ছিল তা আমরা যখন হরণ করেছি তখন থেকে শাসনদণ্ড প্রকাশ্য রাস্তায় জনগণের হাতের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। আর ঠিক সে সময় আমরা সে বস্তুটি দখল করে নিয়েছি। উপরন্তু সুচতুরভাবে প্রণীত সূত্র ও বাকচাতুরী, জীবনযাপনের সাধারণ নিয়মাবলী ও অন্যান্য ধরনের প্রবঞ্চনার মাধ্যমে জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার কৌশল একমাত্র আমাদের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদেরই জানা আছে। বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশের দক্ষতায় আমাদের জুড়ী নেই। রাজনৈতিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে আমরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। একমাত্র জেজুইটদেরকেই[১] আমাদের সঙ্গে তুলনা চলতে পারতো। কিন্তু সহজেই আমরা এ দলের বদনাম ছড়িয়ে দিয়েছি এবং আমাদের নিজেদেরকে সযতনে অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছি। যা হোক, দুনিয়াবাসীর কাছে ক্যাথলিকদের (Catholics) শাসন ব্যবস্থা এবং জাইওনদের (Zion) সর্বাত্মক ক্ষমতার মধ্যে কোন পার্থক্য বোধগম্য না হলেও আমাদের খোদার নির্বাচিত সম্প্রদায়ের নিকট এর গুরুত্ব কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়।

সাময়িকভাবে হয়ত গইম সমাজ কোয়ালিশন (Coalition) করে আমাদের মুকাবিলা করতে পারে। কিন্তু এ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের বীজ এমনভাবে বপন করে দিয়েছি যে, এটাকে কিছুতেই তুলে ফেলা সম্ভব নয়।

গইম সমাজে আমরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির এবং এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছি। গত ২০ শতাব্দী জুড়ে এদের মধ্যে ধর্মীয় ও অন্যান্য ধরনের বিদ্বেষ ছড়িয়েছি। এ জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সময় একটি রাষ্ট্রও অপর কোন রাষ্ট্রের সহযোগিতা আশা করতে পারে না। কেননা এটা তাদের বিলক্ষণ জানা আছে যে, আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে লাভতো হবেই না—বরং ক্ষতির আশংকাই বেশী। আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী—আমাদের হেয়প্রতিপন্ন করার সাধ্য কারো নেই। পৃথিবীর জাতিগুলো ক্ষুদ্রতম গুপ্ত চুক্তিও আমাদের বাদ দিয়ে করতে পারে না।

"আমার মাধ্যমেই রাজাগণ দেশ শাসন করে।" পয়গম্বরগণই বলে গেছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের মনোনীত করেছেন সারা দুনিয়া শাসন করার জন্য।

---

১. ইগনেটিয়াস লায়োলা (Ignatius Loyola) কর্তৃক (১৫৪৩ সালে) প্রবর্তিত "যীশু খৃষ্টের সমাজ" নামক ধর্ম পালনকারী সম্প্রদায়।

খোদা আমাদেরকে কার্যসিদ্ধির উপযুক্ত প্রতিভাও দান করেছেন। যদি আমাদের বিরুদ্ধে শক্তির নিকট প্রতিভা ধরা দেয় তাহলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু পুরাতন প্রতিভার তুলনায় নবজাত প্রতিভা শিশুমাত্র। তাই তাদের বিরুদ্ধে আমরা নির্মমভাবে লড়াই করে যাবো। দুনিয়া ইতিপূর্বে এমন ভীষণ লড়াই দেখতে পায়নি। হায় ! তাদের হাতে প্রতিভা যেন অনেক দেরীতে আসে। রাষ্ট্রগুলোর সকল যান্ত্রিক চাকা ইঞ্জিনের শক্তিতেই ঘুরে—আর সে ইঞ্জিন অর্থাৎ সোনা একমাত্র আমাদেরই দখলে। আমাদের বিজ্ঞ মরুব্বিগণ রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত যে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে তা সুদূর অতীত থেকেই পুঁজির প্রাধান্য প্রচার করে চলছে।

সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে পুঁজিকে যদি অবাধে অগ্রসর হতে দেয়া হয় তাহলে সে শীগগিরই শিল্প এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে ইজারাদারী কায়েম করে ফেলবে। দুনিয়ার সর্বত্র এক অদৃশ্য হাতের কারসাজীতে এ ব্যবস্থা ইতিপূর্বে কার্যকরী হতে চলেছে। এ ধরনের আযাদী শিল্পপতিদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবে এবং এর ফলে তারা সাধারণ লোকদের উপর অধিকতর যুলুম করতে পারবে। বর্তমান যুগে মানুষকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার পরিবর্তে নিরস্ত্র করে দেয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জ্বলন্ত অগ্নি শিখাকে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করা, আগুন চাপা দেয়ার চেয়ে অধিকতর সঙ্গত। অপরের মতবাদের প্রতিবাদ করার চেয়ে যে কোন মতবাদকে গ্রহণ করা এবং আমাদের মতলব মাফিক এর ব্যাখ্যা পেশ করে কাজে লাগানো অধিকতর সুবিধাজনক। আমাদের ডিরেক্টোরেটের (Directorate) প্রধান কার্যসূচী হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

—সমালোচনার মাধ্যমে গণমনকে বিভ্রান্ত করা।

—প্রতিরোধ প্রবৃত্তি পূরণ করার জন্য মানুষের মনকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে সর্বদা হালকা বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে রাখা।

—মানব মনের সকল উদ্যোগ-উৎসাহকে নিরর্থক ও অকল্যাণজনক সংগ্রামে অপচয় করে দেয়া।

সকল যুগেই মানুষ কাজের পরিবর্তে কথার গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কেননা, তারা শুধু বাইরের দিক দেখেই পরিতৃপ্ত। প্রতিশ্রুতি কাজে রূপায়িত হচ্ছে কিনা—তা যাঁচাই করে দেখার জন্য তারা একবারও চেষ্টা করেনি। সুতরাং আমরা অনেকগুলো লোক দেখানো সংস্থা কায়েম করবো। এগুলো জনগণকে মুগ্ধ করার জন্য তাদের সামনে উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভ্রান্তিকর প্রমাণাদি পেশ করবে।

আমরা সকল দল ও মতের উদ্দেশ্য অনুধাবন করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নেবো এবং তাদের সম্পর্কে বিরূপ প্রচার করার জন্য বক্তাদের মুখে ভাষা তুলে দেবো। আমাদের এ বক্তাগণ অবিরাম বক্তৃতা করে শ্রোতাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেবে এবং বাকশক্তির এক অভাবনীয় চিত্র পেশ করবে।

জনমতকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করে বিভ্রান্ত করার জন্য চতুর্দিক থেকে আমরা একই সঙ্গে পরস্পর বিরোধী কতকগুলো মতবাদ প্রচার করতে শুরু করবো এবং তা এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত করবো যেন সে সময়ের মধ্যে মতবাদের দ্বন্দ্বে গইম সমাজের মাথা ঘুরপাক খেতে শুরু করে এবং তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয় যে, রাজনৈতিক বিষয়ে কোন মতবাদ পোষণ না করাই উত্তম। কেননা, এ বিষয়ে জনসাধারণের কোন জ্ঞান নেই। এতদসঙ্গে তাদের মনে এ বিশ্বাসও জন্মাবে যে, রাজনীতি কি উপায়ে চলে তা একমাত্র নেতাগণই বুঝতে পারেন। কাজেই সাধারণ মানুষের এতে হস্তক্ষেপ না করাই সঙ্গত। আর এটা হলো আমাদের এক নম্বর গুপ্ত পলিসি (Policy)।

আমাদের সরকারের সাফল্যজনক কার্য পরিচালনার দ্বিতীয় নম্বর, গোপনীয় তথ্য নিরূপণ।

জাতীয় অভ্যাস, ধৈর্য ও বেসামরিক জীবন যাত্রার ব্যর্থতাকে এমন পর্যায়ে পৌছিয়ে দিতে হবে যেন সমাজের একটি লোকও বিভ্রান্তিকর পরিবেশে নিজের সঠিক ভূমিকা নির্ণয় করতে না পারে এবং এর ফলে যেন পরস্পর পরস্পরের নিকট দুর্বোধ্য হয়ে উঠে।

এ পদক্ষেপ আমাদের অন্য উপায়েও সাহায্য করবে। অর্থাৎ সকল দলের লোকদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন, আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক সকল ঐক্যবদ্ধ শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্নকরণ এবং আমাদের লক্ষ্য পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম ব্যক্তিদের উদ্যম উৎসাহকে স্তিমিতকরণ। ব্যক্তিগত উদ্যম উৎসাহের চেয়ে অধিকতর বিপদজ্জনক বিষয় আমাদের জন্য আর কিছুই নয়। প্রতিভা দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিগত উদ্যম আমাদের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার চেয়েও বেশী বিপজ্জনক। গইম সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমরা এমনভাবে পরিচালিত করবো যেন তারা উদ্যোগ উৎসাহ নিয়ে যে কোন কাজে হাত দিলেই হতাশায় তাদের হাত অসাড় হয়ে আসে। কার্যকলাপের স্বাধীনতা থেকে উদ্ভূত মানসিক উত্তেজনার বশবর্তী একদল অপর দলের সম্মুখীন হলে পরস্পর সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। এ সংঘর্ষের ফলে গভীর মানসিক ক্ষোভ, উদ্যমহীনতা ও ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়। উপরে যেসব উপায়-পন্থা উল্লেখ করা হলো, এসবগুলোর মাধ্যমে আমরা গইম সমাজকে

এমনভাবে চিৎপটাং করে মাটিতে শুইয়ে দেবো যেন তারা বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষমতা আমাদের হাতে তুলে দেয় এবং ধীরে ধীরে বিনা বাধায় আমরা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করে একটি বিশ্বজোড়া সুপার গভর্নমেন্ট কায়েম করতে পারি। আজকের শাসকদের স্থলে আমরা এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করবো যাকে 'সুপার গভর্নমেন্ট শাসন ব্যবস্থা' বলা হবে। আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের হাত সর্বত্র শাঁড়াশীর মত নির্বিবাদে পৌঁছে যাবে এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা এমন ব্যাপক ক্ষমতা সম্পন্ন হবে যে, পৃথিবীর বর্তমান রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করা আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন হবে না।

অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি

ইজারাদারী— গইমদের ভাগ্য এর উপরই নির্ভরশীল— সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নেয়া— ব্যবসা শিল্প ও ফটকা বাজারী-বিলাসিতা — বেতন — বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা— নৈরাজ্য ও পানোন্মত্ততা— অর্থনৈতিক আদর্শ প্রচারের গোপন তাৎপর্য।



শীঘ্রই আমরা বড় বড় ইজারাদারী কায়েম করতে শুরু করবো। সম্পদ আমাদের হাতে এমনভাবে পুঞ্জীভূত করবো যে, গইম সমাজের বড় বড় সম্পদশালী ব্যক্তিগণকেও এর উপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং ...... রাজনীতির ধ্বংস সাধনের পর রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়পত্র নিয়ে গইম ধনপতিগণ— সর্বনিম্নস্তরে নেমে যাবে।

উপস্থিত অর্থনীতিবিদ ভদ্রমহোদয়গণ ! এ অপূর্ব যোগসাজসের তাৎপর্য সম্পর্কে একটা অনুমান করুন তো ...।

আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য আমরা সকল সম্ভাব্য উপায়ে আমাদের বশ্যতা স্বীকারকারীদের ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে পেশ করবো।

গইম সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে। আমরা ওদের গণ্য করার যোগ্য মনে করি না। কিন্তু ভূমির মালিক হিসেবে তারা এখনও আমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে। কেননা তারা যেসব উপকরণের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে সেগুলোতে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই যে কোন উপায়ে তাদেরকে ভূমির মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করা অত্যন্ত দরকার। ভূমির উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থার ফলে ভূমির মালিকানা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং মালিকগণ সর্বদাই বিনা শর্তে বশ্যতা স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

গইম সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী উত্তরাধিকার সূত্রেই ক্ষুদ্রদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অসমর্থ। তাই এরা আমাদের এ ব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাবে। একই সময়ে আমরা জোরেশোরে ব্যবসা ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করবো। আর সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেবো ফটকা বাজারের প্রতি। ফটকা বাজার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর থেকে ধ্বংস সাধন করবে। ফটকা বাজারীর অবর্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তিগত তহবিলে পুঞ্জীভূত হতে

থাকবে এবং এর ফলে শিল্পপতিগণ ঋণমুক্ত হয়ে তাদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করার সামর্থ অর্জন করতে পারে। আমরা যা চাই তা হচ্ছে এই যে, শিল্প-কারখানা দেশ থেকে শ্রম ও সম্পদ কুঁড়িয়ে হস্তগত করবে এবং ফটকা বাজারের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গোটা গইম সমাজকে সর্বহারায় পরিণত করবে। এ অবস্থায় উপনীত হলেই গইম সমাজ, অন্য কোন কারণে না হোক অন্তত নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অধিকার লাভের জন্য আমাদের কাছে নতি স্বীকার করবে।

গইম সমাজের ধ্বংস সাধনের কাজ পরিপূর্ণ মাত্রায় পৌছাবার জন্য আমরা ফটকা বাজারীর সহকারী হিসেবে বিলাসিতা আমদানী করছি। বর্তমানে বিলাসী জীবনযাপনের উদগ্র আকাংখা গইম সমাজকে ক্রমেই গ্রাস করে চলছে। আমরা শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করবো। কিন্তু এতে শ্রমিক সমাজের কোনই লাভ হবে না। কারণ একই সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন কমে যাওয়া ও চাষের জন্তুর বংশ হ্রাস পেয়ে যাবার অজুহাত তুলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়ে দেবো। আমরা সুকৌশলে উৎপাদনের পরিমাণ কমাবার সুদূর প্রসারী ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। এ কাজে সাফল্য অর্জন করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ও পানাসক্তি বাড়িয়ে দেবো। সঙ্গে সঙ্গে পানাসক্ত ও অপরাধ প্রবণ শ্রমিকদের মাধ্যমেই গইম সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার ব্যবস্থা করবো। এ বিষয়গুলোর প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে গইম সমাজকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অজ্ঞতায় নিমজ্জিত রাখার জন্য আমরা শ্রমিক শ্রেণীর নিঃস্বার্থ মঙ্গল কামনার মুখোশ ধারণ করবো এবং বড় বড় মুখরোচক অর্থনৈতিক আদর্শ প্রচার করে তাদের মন-মগজ আচ্ছন্ন করে রাখবো।

ভারী অস্ত্রসজ্জা

ভারী অস্ত্রসজ্জার উদ্দেশ্য— বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতা। গইম দলের বিরোধিতাকে যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ দ্বারা প্রতিহত করণ। গোপনীয়তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রেস ও জনমত। আমেরিকা, চীন ও জাপানের বন্দুক।



পূর্বে যেসব পরিকল্পনার উল্লেখ করা হলো এগুলোকে সার্থকভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভারী সমর সজ্জা ও পুলিশী শক্তি বাড়ানো খুবই দরকার। আমাদের অবশ্যই এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যে, দুনিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রে আমরাতো থাকবোই ; আমাদের ছাড়া আর যারা থাকবে তারা হচ্ছে সর্বহারা জনসাধারণ, আমাদের স্বার্থে নিয়োজিত মুষ্টিমেয় লক্ষপতি, পুলিশ আর সৈন্যবাহিনী।

সমগ্র ইউরোপে এবং ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য মহাদেশেও আমরা অবশ্যই উত্তেজনা, বিচ্ছিন্নতা এবং শত্রুতা সৃষ্টি করে যাবো। এতে আমাদের দু'টো সুবিধা রয়েছে। প্রথমত আমরা সব দেশগুলোতেই আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করতে পারবো। কারণ, তারা এটা জানবে যে, ইচ্ছামত বিশৃংখলা সৃষ্টি অথবা শৃঙ্খলা কায়েম করার ক্ষমতা একমাত্র আমাদের হাতেই রয়েছে। এসব দেশ নিজেদের জনগণকে দমন করার জন্য আমাদেরই অপরিহার্য শক্তি বলে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। দ্বিতীয়ত, আমরা পৃথিবীর সকল দেশের শাসকদের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তি অথবা ঋণের দায়পত্রের মাধ্যমে রাজনীতির আবরণে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছি তা গুটিয়ে আনতে পারবো। এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে হলে চুক্তি ও আলাপ-আলোচনার সময় আমাদের অত্যন্ত ক্রূর ও অনুপ্রবেশকারী হতে হবে। কিন্তু "সরকারী ভাষায়" আমরা বিপরীত ধরনের কর্মপন্থা অবলম্বন করবো এবং সাধুতা ও সুভেচ্ছার মুখোশ ধারণ করে থাকবো। গইম জনগণ ও সরকারগুলোকে আমরা যা কিছু দেখার সুযোগ দেই তার বাহ্যিক রূপ দেখেই তারা মুগ্ধ হতে অভ্যস্ত। তাই আমাদের গৃহীত কার্যসূচীর মাধ্যমে তারা আমাদেরকে তাদের দরদী ও মানব জাতির ত্রাণকর্তা মনে করতেই থাকবে।

প্রতিভাবান কর্তৃত্ব

আইনগত অধিকার সম্পর্কে অনিশ্চিত ব্যবস্থা। ম্যাসন ডিরেক্টরেটগুলোর সহকারীগণ। বিশেষ স্কুল ও স্কুল বহির্ভূত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। অর্থনীতিবিদ ও কোটিপতিগণ। সরকারের দায়িত্বশীল পদগুলো কোন্ কোন্ লোকের হাতে আমানত রাখা যায়।



আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ যেসব অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করে আমাদের ঘায়েল করার আশঙ্কা রয়েছে সেসব হামলা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা পরিপূর্ণরূপে অস্ত্র সজ্জিত হবো। প্রকাশ ভঙ্গিমার সূক্ষ্মতম কৌশলটুকুও আমাদের আয়ত্ব করতে হবে যেন আইনের জটিলতম মারপ্যাঁচ কাটিয়ে আমরা যেসব বিষয়ে রায় প্রদান করবো তা অস্বাভাবিক পরিমাণে বিদ্বেষাত্মক ও অন্যায় বিবেচিত না হয়ে ভাষার বাহাদুরীতে উঁচুস্তরের নৈতিকমান সম্পন্ন বলে অভিনন্দিত হয়। যেসব সভ্যতার মাঝখানে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে সে সভ্যতাগুলোর মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তা অবশ্য আমাদের ডিরেক্টরেটের চারদিকে জমায়েত করতে হবে। প্রচারক, বাস্তবধর্মী আইন ব্যবসায়ী, শাসনদণ্ড পরিচালনাকারী, রাজনীতি বিশারদ এবং আমাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের আমরা নিয়োগ করবো। তারা তাদের সমাজের সকল গোপন তথ্য অবগত থাকবে, রাজনৈতিক বর্ণমালা ও শব্দ সমষ্টির সমন্বয়ে কখন কোন্ ভাষা রচনা করতে হবে তা তাদের বিলক্ষণ জানা থাকবে। মানব মনের সকল দুর্বলতা সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল হবে এবং এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কখন কিভাবে স্পর্শ সচেতন সূতো ধরে টানতে হবে তা তাদের শেখানো হবে। গইম সমাজের মানসিক অবস্থা. ঝোঁকপ্রবণতা, দোষ-ক্রটি, লাম্পট্য, মন্দ গুণাবলী, বিশেষ শ্রেণী ও অবস্থার সূত্রে আমাদের হাতে বাঁধা থাকবে।

বলা বাহুল্য, কর্তৃত্ব করার জন্য আমরা যেসব প্রতিভাবানদের নিয়োগ করবো—তারা কিছুতেই গইম সমাজের লোক হবে না। গইম সমাজতো ছককাটা পদ্ধতিতে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করতেই অভ্যস্ত। যে কাজ তাদের করে দিতে বলা হয় সে কাজটির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার তক্লীফ তারা কখনও স্বীকার করে না। গইম সমাজে আমাদের

নিয়োজিত শাসকগণ না দেখেই কাগজে স্বাক্ষর করে এবং অর্থ লালসায় অথবা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার আশায় কাজ করে যায়।

আমাদের গভর্নমেন্টের চারদিকে আমরা অর্থনীতিবিদদের একটা জগত সৃষ্টি করে দেবো। এজন্যই ইহুদীদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি বিজ্ঞান। পুনরায় আমাদের চারদিকে ব্যাংক মালিক, শিল্পপতি, পুঁজিপতি এবং প্রধানত লক্ষপতিদের এক বিপুল বাহিনী থাকবে। কেননা, সকল জটিল বিষয়ই অর্থনৈতিক অঙ্কের হিসেবে মীমাংসিত হবে।

যতদিন পর্যন্ত আমাদের ইহুদী ভাইদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার এসব দায়িত্ব অর্পণ নিরাপদ মনে না হয় ততদিন পর্যন্ত এমন লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতার ভার দিতে থাকবো যাদের সঙ্গে জনসাধারণের বিরোধ এত প্রবল থাকবে যে, উভয় পক্ষের মাঝখানে বিরাট ফাটল দেখা যাবে। এসব লোক আমাদের অবাধ্য হলে বিচারের সম্মুখীন হবে অথবা ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে। আর বিচারের সম্মুখীন হওয়া অথবা দুনিয়া থেকে মুছে যাবার ভয়ে এরা আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

উদারতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধূয়া

জনগণকে নতুন শিক্ষাদানের জন্য ম্যাসনিক নীতির প্রয়োগ। ম্যাসনদের সংকেত সূচক শব্দ। "সেমাইট" বিরোধিতার অর্থ। ম্যাসনদের এক নায়কত্ব। গইম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যস্থিত "স্বচ্ছ দৃষ্টি" ও "অন্ধ শক্তির" অর্থ। কর্তৃপক্ষ ও জনতার সহযোগিতা। উদারতাবাদের লাইসেন্স। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দখল। মিথ্যা থিওরী রচনা। আইনের ব্যাখ্যা। "পাতালপুরীর" বাসিন্দাগণ।



আমাদের নীতি প্রয়োগ করার জন্য, তোমরা যে দেশে বাস কর এবং যেখানে তোমাদের কাজ করতে হবে সে দেশের জনগণের চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। জনগণকে নূতন করে আমাদের লাইনে শিক্ষিত করে না তোলা পর্যন্ত আমাদের সকল নীতি সর্বত্র সাফল্যজনকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। কিন্তু যদি সতর্কতার সাথে আমরা নীতি বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে যাই তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে, গোঁড়া স্বভাবের লোকদের পরিবর্তন করতে কয়েক যুগ সময় দরকার হবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে অনেক নূতন লোককে আমাদের বশ্যতা স্বীকারকারীদের মধ্যে শামিল করা সম্ভব হবে। আমাদের ম্যাসনদের প্রবর্তিত "উদারতা", "সাম্য" ও "ভ্রাতৃত্ব" প্রভৃতি শ্লোগানগুলোকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা এমনভাবে পরিবর্তন করবো যেন শ্লোগান হিসেবে এদের মূল্য খতম হয়ে যায় এবং এগুলো আদর্শবাদ প্রচারের বাহন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ "উদারতা", "সাম্য" বা "সমানাধিকার"কে "সাম্য ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কর্তব্য" এবং "ভ্রাতৃত্বকে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ" জাতীয় পরিভাষায় রূপান্তরিত করবো। এভাবেই এগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা ষাঁড়টির শিং-এ হাত রেখে ওটাকে বশ করে নেবো। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের ছাড়া অন্য সকলের শাসন ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই মিটিয়ে দিয়েছি। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে এদের শাসন টিকে রয়েছে বলে অনুমিত হয়। আজকাল আমাদের বিরুদ্ধে যেসব রাষ্ট্র প্রতিবাদ উত্থাপন করে, সেগুলো আমাদেরই রচিত। ছক পূরণ করার জন্য আমাদেরই নির্দেশমত কাজ করে থাকে মাত্র। কেননা, আমাদের মধ্যে যেসব নিম্ন শ্রেণীর ইহুদী রয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অন্য ইহুদীদের দ্বারা "সেমাইট" বিরোধী প্রচার করানো প্রয়োজন। আমি বিষয়টি আর অধিক ব্যাখ্যা করবো না। কারণ, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে বহুবার আলোচনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

আমাদের কর্মতৎপরতার পরিধি নির্ধারণ করার শক্তি কারো নেই। আমাদের অদৃশ্য সরকার আইনগত স্বীকৃতির মাধ্যমেই বিরাজ করছে। জনগণের স্বীকৃত পরিভাষায় এর নাম হচ্ছে "একনায়কত্ব"। মুক্ত বিবেকের সঙ্গেই আমি তোমাদের বলছি যে, যথোপযুক্ত সময়ে আইন ও বিধানদাতা হিসেবে আমরাই মামলার রায় ও সাজা ঘোষণা করবো। আমরা হত্যা করবো এবং কেউ আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। সর্বত্র আমাদের বিপুল সৈন্য বাহিনী রয়েছে। আমরা তাদের পরিচালকতো বটেই—উপরন্তু এ সৈন্য বাহিনীর সহায়তায় আমরা সকল শাসকদের গর্দানের উপর সওয়ার হয়ে রয়েছি। আমরা ইচ্ছা শক্তির জোরে শাসন করি ; কেননা এক সময় যে শক্তিশালী দল এখানে বিরাজমান ছিল তার বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন টুকরো এখন পৃথক পৃথকভাবে আমাদেরই বশে রয়েছে। আর তাদের এভাবে আমরাই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি।

আর সীমাহীন উচ্চাকাংখা, ক্রমবর্ধমান লালসা, নির্মম প্রতি হিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের হাতিয়ার আমাদের হাতেই রয়েছে। সর্বগ্রাসী ভীতি আমাদেরই সৃষ্টি। সকল মত ও আদর্শে বিশ্বাসী রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকামী, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী জননেতা, সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী এবং অপরাপর সকল সুখরাজ্যের কল্পনা-বিলাসীগণ আমাদেরই নিয়োজিত। আমরা তাদের সকলের কাঁধে জোয়াল তুলে দিয়েছি। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থায় সকল প্রকার প্রতিষ্ঠিত শৃংখলা নির্বিকার চিত্তে ভেঙ্গেচুরে বিশৃংখলা সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের এসব কার্যকলাপের দরুন প্রত্যেক রাষ্ট্রই উদ্বেগময় পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। শান্তি ও সংহতির জন্য তারা যে কোন মূল্য দিতে রাজী। কিন্তু যতক্ষণ তারা আমাদের আন্তর্জাতিক অদৃশ্য সরকারের নিকট পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করবে ততক্ষণ তাদের আমরা কিছুতেই শান্তি দেবো না।

আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বিবাদ সম্পর্কে একটি মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য জনগণ চেঁচামেচি শুরু করেছে। বিভক্ত দলগুলোর অন্তর্বিরোধ তাদেরকে আমাদের হাতেই ঠেলে দিয়েছে। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম জারী রাখার জন্য সম্পদের প্রয়োজন—আর সম্পদ আমাদেরই কুক্ষিগত। শাসক শ্রেণীর মধ্যে যারা স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন তাদের সাথে অন্ধ জনশক্তির একটা সমঝোতা হয়ে গেলে আমাদের সত্যিই আশংকার কারণ রয়েছে। এ জন্য আমরা সম্ভাব্য সকল পন্থায় এ ধরনের পথ বন্ধ করে দিয়েছি। তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের মনে ভয় ও অবিশ্বাস সৃষ্টির একটি মহা পরিকল্পনা রচনা করে আমরা তদনুসারে কাজ করে যাচ্ছি। এ ব্যবস্থার ফলে জনশক্তির অন্ধ মহলটি আমাদের সমর্থনেই রয়েছে এবং একমাত্র আমরাই

তাদের জন্য যোগ্য নেতা মনোনীত করবো যেন ঐ নেতা তাদেরকে আমাদের ইঙ্গিত পথে পরিচালনা করে। জনশক্তির অন্ধ হাতটি যেন আমাদের পরিচালকের হাত থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে পারে সে জন্য আমরা খুব ঘন ঘন ঐ হাতটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবো। সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব না হলেও যে কোন মূল্যে আমাদের একজন বিশ্বস্ত ভাইয়ের মারফত এ যোগাযোগ রক্ষা করবো। আমাদের যখন একমাত্র কর্তৃপক্ষ বলে স্বীকার করে নেয়া হবে, তখন আমরা প্রকাশ্য স্থানে, হাট-বাজারে জনসাধারণের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করবো এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্নে আমাদের সুবিধা মত তাদের পরিচালনা করার জন্য বিজ্ঞতার সঙ্গে উপদেশ বিতরণ করবো।

গ্রামের স্কুলে কি শিক্ষা দেয়া হয় তা যাচাই করে দেখতে যাচ্ছে কে? কিন্তু সিংহাসনে আসীন রাজা অথবা কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি যেসব উক্তি করে তা তৎক্ষণাৎ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা জনগণের মুখে মুখেই এসব উক্তি ব্যাপকভাবে প্রচার হয়ে যায়।

গইম সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অসময়োচিত ধ্বংসের হাত থেকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা তাদেরকে দক্ষতা ও কোমলতার স্পর্শ দান করেছি এবং তাদের সমাজতন্ত্রের সমাজযন্ত্র যেসব সূতো ধরে টানলে পর সচল হয় সেসব সূতোর মাথা আমাদের হাতেই রেখে দিয়েছি। এ সূতোগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে রাখা হয়েছিল। আমরা এগুলোকে অবিন্যস্ত করার জন্য উদারতাবাদের নামে হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী আন্দোলন জারী করে দিয়েছি। আইনের বাস্তবায়নে, নির্বাচন পরিচালনা, সংবাদ পত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার মজবুত দু'টি স্তম্ভ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আমাদেরই কুক্ষিগত।

গইমদের যুবসমাজের মধ্যে কতগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আদর্শ প্রচার করে আমরা তাদের বোকা বানিয়েছি, বিভ্রান্ত করেছি এবং দুর্নীতি পরায়ণ করে তুলেছি। আমরা জানি তারা যে আদর্শের বুলি আওড়ায় ওগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরাই এসব ফাঁকা আদর্শ সৃষ্টি করেছি এবং আমরাই এদের মন-মগজে এ মেকী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছি।

প্রচলিত আইনগুলোর কোন রদবদল না করে এগুলো উলট-পালট করে এমনভাবে পরস্পর বিরোধী অর্থে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছি যে, কোন সিদ্ধান্তে পৌছার পথই বন্ধ হয়ে গেছে। এসব ব্যাখ্যার নীচে চাপা পড়ে যায় এবং অবশেষে এর জটিল গ্রন্থিগুলো সরকারের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আড়ালে চলে যায়। এটাই হচ্ছে শালিসী ব্যবস্থার গোড়ার কথা।

তোমরা হয়ত বলবে যে, সময় আসার পূর্বেই যদি পশ্চিম সমাজ এসব ষড়যন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করতে পারে তাহলে তারা অস্ত্রধারণ করে আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু আমরা এ ধরনের আশংকা নির্মূল করার জন্য এমন ভীতিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে রেখেছি যে, অত্যন্ত সাহসী হৃদয়ও ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। প্রকাশ্য কিংবা অর্ধপ্রকাশ্য সকল বিরুদ্ধমনাদের আমরা বিশেষ বিশেষ স্থানে জমায়েত করবো এবং সেখান থেকে তাদের যাবতীয় সংগঠন ও দলিল দস্তাবেজ সহ তাদের শূন্যে উড়িয়ে দেবো।

[দশ]

রাজনৈতিক চালবাজী

রাজনীতির বাহ্যিক চেহারা। বদমায়েসী "প্রতিভা"। ম্যাসনিক বিদ্রোহের ফলাফল। সার্বজনীন ভোটাধিকার। নিজের গুরুত্ব। ম্যাসনারীর নেতাগণ। ম্যাসানারী দ্বারা পরিচালিত প্রতিভাশীল ব্যক্তি। সংস্থাসমূহ ও তাদের করণীয়। উদারতাবাদের বিষ। শাসনতন্ত্র দলীয় কোন্দলের পাঠশালা। প্রজাতন্ত্রের যুগ। প্রেসিডেন্টদের দায়িত্ব। "পানামা"। প্রেসিডেন্ট ও ডেপুটিদের ভূমিকা। আইন প্রণয়নের উৎস— ম্যাসনারী। নয়া প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। ম্যাসনিক চূড়ান্ত ক্ষমতার পরিবর্তন। সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। ঘোষণার উপযুক্ত সময়। ম্যাসনারীদের দ্বারা নানাবিধ উপসর্গের সৃষ্টি।



আজ আমি পূর্ব কথিক বিষয়ের কিছু পুনরাবৃত্তি করে আলোচনা শুরু করছি। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, সরকার ও জনসাধারণ রাজনীতির বাহ্যিক চেহারা-সুরত দেখেই তৃপ্ত থাকে। আর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যখন জীবনকে পূর্ণরূপে ভোগ করার জন্য নিজেদের সকল উদ্যোগ-উৎসাহ নিয়োজিত করছে তখন গইম জনসাধারণের পক্ষে বিষয়গুলোর প্রকৃত মর্ম বুঝে উঠা কিভাবে সম্ভব ? আমাদের নীতির সার্থক রূপায়ণের জন্য এসব বিষয় পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া দরকার। আমরা যখন শাসন কর্তৃত্বের বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংস্থা গঠনের অধিকার, কর নির্ধারণ নীতি, (গুপ্ত করের ধারণা) আইনের প্রতিফলিত শক্তি (Reflex force) ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করবো, তখন এসব তথ্য আমাদের সহায়ক হবে। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রকাশ্য কিংবা সরাসরিভাবে জনসাধারণের জ্ঞাতসারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ কিছুতেই সংগত নয়। এসব ব্যাপারে যদি একান্তই প্রকাশ্যভাবে কোন কিছু করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সুস্পষ্ট ভাষায় এর নামোল্লেখ না করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়াই করতে হবে। এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা মারফত জনগণের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে, প্রচলিত আইনের সকল অধিকারই আমরা স্বীকার করি। সুস্পষ্টভাবে নামোল্লেখ না করায় সুবিধা এই যে, প্রয়োজন মত আমরা যে কোন আইনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। সুষ্ঠু ভাষায় সবকিছু প্রকাশ করার পর আমাদের জন্য নিজের সুবিধা মাফিক কাজ করার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তেজিত জনতা প্রতিভাশীল রাজনৈতিক শক্তির প্রতি মোহগ্রস্ত থাকে এবং প্রশংসনীয়ভাবে সাড়া প্রদান করে রাজনৈতিকদের সকল হিংসাত্মক কার্য-

কলাপের সমর্থন দিয়ে যায়। তারা বলে, "বদমায়েশী"। ঠিক—এটা বদমায়েশীই বটে। তবে অত্যন্ত চতুরতা রয়েছে এতে। এটা একটা চালাকী মাত্র। কিন্তু দেখ, কিরূপ কৌশলে—কিরূপ নিপুণতার সাথে এবং কি পরিমাণ ঔদ্ধত্যের সাথে কাজগুলো করা হলো। এটা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আমরা সকল জাতিগুলোকে মৌলনীতির নূতন কাঠামো স্থির করার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান করছি। এ জন্যই আমাদের নিসংকোচে উদ্ধত ও অপ্রতিহত শক্তি অর্জন করতে হবে যেন আমাদের সক্রিয় কর্মীগণ সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজেদের কাজ করে যেতে পারে।

বিপ্লব সংঘঠিত করার পর আমরা বলবো, "অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কষ্ট ও দুর্ভোগে সমাজের সকলেই অতীষ্ঠ। আমরা তাই আমাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী জাতীয়তাবাদ, দেশের সীমান্তরেখা এবং মুদ্রার পার্থক্য দূর করে দিচ্ছি। তোমরা আমাদের শাস্তি দিতে পার। কিন্তু আমরা তোমাদের উপকারের উদ্দেশ্যে যা করবো বলে ওয়াদা করেছি সেগুলো সত্যিই প্রতিপালন করি কিনা তা একবার যাচাই করে দেখার আগেই আমাদের শাস্তি দেয়া উচিত হবে কি ?"

....একথা বলার পর উত্তেজিত জনতা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধার নজরে তাকাবে এবং সর্বসম্মতভাবে আশা ও ভরসার উন্মাদনায় আমাদের দু' হাতে তুলে ধরবে। নিজেকে বিশ্ব শাসনের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানবজাতির ছোট ছোট সংস্থাগুলোতে সভা-সমিতি এবং দলীয় চুক্তির মাধ্যমে ভোটদানের যে রীতি আমরা চালু করে রেখেছি তা তখনই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগবে। অতপর আমাদের নিন্দা করার পরিবর্তে জনসাধারণের মনে আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা জাগবে। আমাদের শাসন ক্ষমতা নিরাপদ রাখার জন্য আমরা আবশ্যই শ্রেণী বিভাগ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে সকলেরই ভোটদানের ব্যবস্থা করবো। এর ফলে আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হবো। শিক্ষিত বিত্তশালীদের কাছ থেকে এটা পাওয়া যাবে না। এভাবে সকলের মনেই নিজের সম্পর্কে একটা গুরুত্ববোধ জাগিয়ে দিয়ে আমরা পারিবারিক গুরুত্ব ও শিক্ষার মর্যাদা মিটিয়ে দেবো। উত্তেজিত জনতা আমাদের পরিচালনায় এসব শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তদের কখনও পাত্তা দেবে না। এমনকি তাদের কথায়ও কর্ণপাত করবে না।

এসব উপায়ে আমরা একটি দুর্জয় শক্তি সৃষ্টি করবো। কিন্তু এ শক্তি আমাদের আদেশ নির্দেশ ছাড়া এক চুল পরিমাণও এদিক সেদিক চলতে পারবে না। আর জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের নিয়োজিত এজেন্টগণই এদের নেতৃত্ব দান করবে। জনসাধারণ আমাদের এজেন্টদের

শাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে দ্বিধা করবে না। কারণ, আমাদেরই প্রচারণার ফলে এরা নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি, সুখ-সমৃদ্ধি ও যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার জন্য আমাদের এজেন্টগণকেই পরম নির্ভরযোগ্য মনে করবে।

যাবতীয় সরকারী পরিকল্পনাগুলো একটি মাত্র মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে আসবে। কেননা, বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় দিলে কোন সরকারই সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাতে পারে না। আমরা তাই পরিকল্পনার বাহ্যিক চেহারা-সুরত তাদের দেখতে দেবো কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা পরিহার করে চলবো। কারণ, আলাপ-আলোচনার মারফতে আমাদের গুপ্ত অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যেতে পারে। আমরা পরিকল্পনার বিভিন্ন অংগকে আযাদ সংস্থার রূপ দেবো এবং গুপ্ত সূত্রে এদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো। বিপুল সংখ্যক লোকের আলোচনা ও জোটের মাধ্যমে আমাদের পরিকল্পনার রদবদল করার অধিকার দান করলে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য বিনষ্টকারী যুক্তিগুলোকেও গ্রহণ করতে হবে। আমরা আমাদের পরিকল্পনাগুলোকে শক্তিশালী করতে এবং সুযোগ-সুবিধা মত এগুলোর ব্যাখ্যা করার পথও খোলাসা রাখতে চাই। এ জন্যই আমাদের প্রতিভাবান উপদেষ্টাদের রচিত পরিকল্পনাগুলোকে আমরা উত্তেজিত জনতা অথবা কোন মনোনীত সংস্থার মতামতের উপর ছেড়ে দিতে রাজী নই।

আমাদের পরিকল্পনাগুলো প্রচলিত সংস্থাগুলোকে সাথে সাথেই উৎখাত করে দেবে না। উক্ত পরিকল্পনার ফলে প্রাথমিক স্তরে প্রচলিত সংস্থাগুলোর শুধু অর্থব্যবস্থারই রদবদল হবে এবং পরিণামে এদের সামগ্রিক তৎপরতার গতিধারা নির্দেশিত পথে ঘুরে যাবে।

সকল দেশেই বিভিন্ন নামধারণ করে প্রায় একই ধরনের সংস্থা প্রচলিত থাকবে। প্রতিনিধিত্ব, উজীর সভা, সিনেট ষ্টেট কাউন্সিল, আইন পরিষদ ও শাসন বিভাগ এসব সর্বত্রই রয়েছে। এসব বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। শুধু এটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, উপরে যেসব সংস্থার নাম করা হয়েছে এর সবক'টিই কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব পালন করছে। আমি কোন সংস্থাকে "গুরুত্বপূর্ণ" বলতে চাই না। বরং সংস্থাগুলো যে দায়িত্ব পালন করে সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। সোজা কথা হলো, কোন সংস্থাই গুরুত্বপূর্ণ নয়—যে কাজ এসব সংস্থা দ্বারা সম্পন্ন হয় সে কাজ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

এ সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে যাবতীয় সরকারী দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন

করে, সরকারী যন্ত্রের শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ ঠিক সেভাবেই কাজ চালিয়ে যায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের এসব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর কোন একটিকে যদি আমরা জখম করে দিতে পারি তাহলে রাষ্ট্র মানব দেহেরই মত রোগগ্রস্ত হয়ে যাবে এবং .... মরে যাবে।

আমরা রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যে উদারতাবাদের বিষ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি এবং এর ফলে সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামোতে একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানব রক্তে বিষ মেশানোর মতই রাষ্ট্রগুলোকে উদারতাবাদের মারাত্মক রোগ আক্রমণ করেছে। আর এ রোগের প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রগুলো এখন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

উদারতাবাদ শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। আর এ রাষ্ট্র গইমদের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল পূর্ববর্তী স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার স্থান দখল করেছে। আর শাসনতন্ত্র পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, ভুল বুঝাবুঝি, ঝগড়া, মতানৈক, নিষ্ফল দলীয় উত্তেজনা ও দলগত খাম-খেয়ালীর আড্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়। সোজা কথায় শাসনতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রের যন্ত্রকে বিকল করার উপযোগী যাবতীয় উপায়-উপাদানের আধার। বাক্য-বাগীশা বক্তাদের মঞ্চ, সংবাদপত্রের চেয়েও অধিকতর প্রভাবশীল প্রক্রিয়ায় শাসকদের নিষ্ক্রীয়তা ও অক্ষমতার নিন্দা প্রচার করে তাদেরকে নিরর্থক ও অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করেছে এবং এসব উত্তেজনাকর প্রচারনার ফলে বহু দেশেই এদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। এরপরই প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছে। আমরা এরপর পূর্ববর্তী শাসকের স্থলে একটি তামাসা দেখানো সরকার কায়েম করেছি, উত্তেজিত জনতার মধ্য থেকে আমাদেরই হাতের পুতুল ও দাস শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়েছি।

গয় জনগণের পায়ের তলায় এভাবেই আমরা একটা বিষ্ফোরক মাইন (Explosive mine) স্থাপন করলাম। অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রেসিডেন্টদের দায়িত্ব ও কর্মসীমা নির্ধারিণ করে দেবো।

ঐ সময়ে আমরা যাবতীয় রীতিনীতি লংঘন করার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করে ফেলবো। কিন্তু এসব নীতিচ্যুতির জন্য আমাদের ক্রীড়নক সরকারই দোষী বিবেচিত হবে। ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংখ্যা যদি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর অভাবে রাষ্ট্রে অচলাবস্থা দেখা দেয় এবং এ অচলাবস্থা যদি দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয় তাতে আমাদের কি ?

আমাদের পরিকল্পনা থেকে উপরোল্লিখিত ফল প্রাপ্তির জন্য আমরা এমন সব ব্যক্তিদের স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট পদের ভোট সংগৃহীত করবো যাদের অতীত

করে, সরকারী যন্ত্রের শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ ঠিক সেভাবেই কাজ চালিয়ে যায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের এসব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর কোন একটিকে যদি আমরা জখম করে দিতে পারি তাহলে রাষ্ট্র মানব দেহেরই মত রোগগ্রস্ত হয়ে যাবে এবং .... মরে যাবে।

আমরা রাষ্ট্র যন্ত্রের মধ্যে উদারতাবাদের বিষ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি এবং এর ফলে সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামোতে একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানব রক্তে বিষ মেশানোর মতই রাষ্ট্রগুলোকে উদারতাবাদের মারাত্মক রোগ আক্রমণ করেছে। আর এ রোগের প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রগুলো এখন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

উদারতাবাদ শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। আর এ রাষ্ট্র গইমদের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল পূর্ববর্তী স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার স্থান দখল করেছে। আর শাসনতন্ত্র পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, ভুল বুঝাবুঝি, ঝগড়া, মতানৈক, নিষ্ফল দলীয় উত্তেজনা ও দলগত খাম-খেয়ালীর আড্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়। সোজা কথায় শাসনতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রের যন্ত্রকে বিকল করার উপযোগী যাবতীয় উপায়-উপাদানের আধার। বাক্য-বাগীশা বক্তাদের মঞ্চ, সংবাদপত্রের চেয়েও অধিকতর প্রভাবশীল প্রক্রিয়ায় শাসকদের নিষ্ক্রীয়তা ও অক্ষমতার নিন্দা প্রচার করে তাদেরকে নিরর্থক ও অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করেছে এবং এসব উত্তেজনাকর প্রচারনার ফলে বহু দেশেই এদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। এরপরই প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছে। আমরা এরপর পূর্ববর্তী শাসকের স্থলে একটি তামাসা দেখানো সরকার কায়েম করেছি, উত্তেজিত জনতার মধ্য থেকে আমাদেরই হাতের পুতুল ও দাস শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়েছি।

গয় জনগণের পায়ের তলায় এভাবেই আমরা একটা বিষ্ফোরক মাইন (Explosive mine) স্থাপন করলাম। অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রেসিডেন্টদের দায়িত্ব ও কর্মসীমা নির্ধারণ করে দেবো।

ঐ সময়ে আমরা যাবতীয় রীতিনীতি লংঘন করার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করে ফেলবো। কিন্তু এসব নীতিচ্যুতির জন্য আমাদের ক্রীড়নক সরকারই দোষী বিবেচিত হবে। ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংখ্যা যদি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর অভাবে রাষ্ট্রে অচলাবস্থা দেখা দেয় এবং এ অচলাবস্থা যদি দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয় তাতে আমাদের কি ?

আমাদের পরিকল্পনা থেকে উপরোল্লিখিত ফল প্রাপ্তির জন্য আমরা এমন সব ব্যক্তিদের স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট পদের ভোট সংগৃহীত করবো যাদের অতীত

জীবনের কেলেঙ্কারী জনগণের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে। এ ধরনের লোক প্রেসিডেন্ট হলে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত বিশ্বস্ত এজেন্টে পরিণত হবে। কেননা তার কেলেঙ্কারী প্রকাশ করে দেয়ার হুমকি দিলেই সে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আমাদের নির্দেশ মাফিক কাজ করতে রাজী হবে। ক্ষমতার গদিতে একবার যারা বসেছে তারা মানবীয় দুর্বলতার কারণেই প্রেসিডেন্ট পদের সুযোগ-সুবিধা ও সম্মানাদি অধিক সময় পর্যন্ত ভোগ করতে চায়। আইন পরিষদের প্রতিনিধিগণ প্রেসিডেন্টকে নিরাপত্তা দান করবে এবং প্রেসিডেন্টের স্বপক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু আইন পরিষদ থেকে আমরা নয়া আইন প্রবর্তন অথবা প্রচলিত আইনের সংশোধনের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবো। এ ক্ষমতা একমাত্র আমাদের ক্রীড়নক প্রেসিডেন্টের হাতেই থাকবে। স্বাভাবিক-ভাবেই প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব সর্বপ্রকার আক্রমণের লক্ষ্য বিন্দুতে পরিণত হবে। কিন্তু আমরা প্রেসিডেন্টের জন্য আইন পরিষদ ডিঙ্গিয়ে সরাসরি জনসাধারণ— অর্থাৎ অন্ধ জনশক্তির দরবারে আবেদন পেশ করার ব্যবস্থাও করবো।

এ ব্যবস্থা ছাড়া, আমরা যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টকে দেবো। আর এ ক্ষমতাদানের জন্য যে যুক্তি পেশ করবো তা হচ্ছে এই যে, প্রেসিডেন্ট সমগ্র সৈন্য বাহিনীর প্রধান তাই এ বাহিনী তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। কেননা নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে জরুরী অবস্থায় প্রেসিডেন্টকে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হবে।

এটা বুঝা তাই কঠিন নয় যে, আইনের চাবিকাঠি আমাদের হাতেই থাকবে এবং আমাদের সমাজের বাইরের কোন লোকই আইন রচনার ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

এসব ব্যবস্থা ছাড়া নয়া প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আইন পরিষদগুলো থেকে গোপনীয়তা রক্ষার অজুহাতে সরকারী কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দাবী করার অধিকার হরণ করবো এবং উক্ত শাসনতন্ত্র মারফত জনগণের প্রতিনিধিদের সংখ্যা কমিয়ে দেবো। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক ঝোঁকপ্রবণতা দূর হয়ে যাবে। যদিও এটা অপ্রত্যাশিত তথাপি যদি প্রতিনিধি দল আমাদের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে তাহলে আমরা বিপুল জনসাধারণের নিকট আবেদন পেশ করে প্রতিনিধিদের আক্রোশ নিষ্ফল করে দেবো .... চ্যাম্বার ও আইন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও ভাইসপ্রেসিডেন্টকে দেশের শাসনতন্ত্র সম্মত প্রেসিডেন্টই নিয়োগ করবেন। আমরা পার্লামেন্টগুলোর অধিবেশন অবিরাম চলতে দেবো না—বরং এর অধিবেশন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেবো। অধিকন্তু পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান ও বরখাস্ত করার অধিকার প্রেসিডেন্টের হাতেই থাকবে। আর বরখাস্ত করার পর

নূতন পার্লামেন্টের নির্বাচন বিলম্বিত করার ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টকে দেয়া হবে। আমাদের এসব কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে অবৈধ ও অসংগত। তাই এসব অন্যায় কাজের অপবাদ থেকে আমাদের মনোনীত প্রেসিডেন্টকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে আমরা মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমাদের বাঞ্ছিত প্রস্তাব পেশ করার জন্যে উস্কানী দেবো। এভাবে আমাদের প্রয়োজন মাফিক একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে উক্ত উজীর কিংবা উচ্চপদস্থ অফিসারকেই জনগণের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত করে রাখবো। আর এ কাজটার জন্য আমার বিশেষ সুপারিশ হচ্ছে এই যে, সিনেট (Senate), ষ্টেট কাউন্সিল (State Council) বা কাউন্সিল অব মিনিষ্টারদের (Council of Ministers) দ্বারা যেন তা করানো হয়। কোনক্রমেই ব্যক্তি বিশেষকে এ ধরনের কাজে লাগানো যাবে না।

আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রেসিডেন্ট প্রচলিত আইনগুলোর বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্য থেকে আমাদের জন্য সুবিধাজনক একটি ব্যাখ্যা পেশ করবেন এবং পরবর্তীকালে আমাদের ইঙ্গিতেই তাঁর পূর্বকৃত ব্যাখ্যা পালটিয়ে দেবেন। এসব ক্ষমতা ছাড়া প্রেসিডেন্টের হাতে অস্থায়ী আইন প্রণয়ন ও শাসনতন্ত্রের বিধি-নিষেধ লংঘন করে কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতাও থাকবে। আর এ ধরনের পদক্ষেপ "রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে" গ্রহণ করা হয়েছে বলে যুক্তি প্রদর্শন করা হবে।

এসব ব্যবস্থার ফলে আমরা ধীরে ধীরে একের পর এক উপরোল্লিখিত সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করার ক্ষমতা অর্জন করবো। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর আমরা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নস্যাত করার ব্যবস্থা করবো এবং তখনই সকল প্রকারের সরকারী সংস্থা ভেঙ্গেচুরে আমাদের স্বৈরাচারী সরকার কায়েম করার সময় আসবে। শাসনতন্ত্র নস্যাত হয়ে যাবার আগেই হয়ত আমাদের স্বেচ্ছাচারী সরকার স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। আমাদের ক্ষমতার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আমরা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করবো যে, নিজেদের শাসকদের সম্পর্কে পূর্ণরূপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জনসাধারণ উত্তেজিত ভাষায় দাবী করবে, "এসব শাসকদের অপসারণ করে সমগ্র দুনিয়ার জন্য একজন মাত্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী পরাক্রান্ত বাদশাহ এনে দাও। এ বাদশাই আমাদের দেশের সীমান্তরেখা, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, রাষ্ট্রীয় ঋণ ইত্যাদি জাতীয় অনৈক্যের কারণগুলো থেকে আমাদের উদ্ধার করবে এবং আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এ শাসক শ্রেণী কখনও শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করতে পারবে না। তাই একজন বাদশাহই আমাদের পরিপূর্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ দানে সক্ষম হবেন।"

কিন্তু তোমাদের ভালভাবেই জেনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সকল মানুষের মুখ দিয়ে এ ধরনের দাবী প্রকাশ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রতিটি দেশের সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে অবিরাম অশান্তি সৃষ্টি করতে হবে। পারস্পরিক মতানৈক্য, ঘৃণা, মারামারি, হিংসা, দৈহিক নির্যাতন, ক্ষুধা ও অভাব সৃষ্টি, রোগের বিস্তার সাধন ইত্যাদির মাধ্যমে গইম সমাজকে এমন অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে যে, তারা বাধ্য হয়ে আমাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং এরপর পূর্ণরূপে আমাদের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নিবে।

কিন্তু দুনিয়ার মানুষকে যদি আমরা মুহূর্ত মাত্র স্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণের অবকাশ দেই তাহলে আমাদের বহু প্রতীক্ষিত বিজয় হয়ত বা নাও আসতে পারে।

গইম ঃ এক পাল মেষ

নয়া শাসনতন্ত্রের কার্যসূচী। প্রস্তাবিত বিপ্লবের কতিপয় বিবরণ। গইম—একদল মেষ। গুপ্ত ম্যাসনারী ও তার "লোক দেখানো" লজ।



ষ্টেট কাউন্সিলকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলীর একটি জোরদার প্রকাশ পথ মনে করা যেতে পারে। এটা আইন প্রণয়নের একটা লোক দেখানো সংস্থা মাত্র। এ সংস্থাটিকে শাসক ব্যক্তির প্রণীত আইন ও বিধানগুলোর সম্পাদক সমিতিও বলা যেতে পারে।

নয়া গঠনতন্ত্রের কার্যসূচী এরপর নিম্নরূপ হবে ঃ

(১) আইন প্রণেতাদের নিকট প্রস্তাব পেশ করার বাহানায়, (২) সাধারণ আইন প্রণয়নের নামে প্রেসিডেন্টের নির্দেশাবলী মারফত এবং উজীর সভার আদেশ-নিষেধের আবরণে সিনেটের অর্ডার (Order) ও ষ্টেট কাউন্সিলের রেজলিউশনের আকৃতিতে এবং (৩) সময় ও সুযোগ মত রাষ্ট্রে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে আমরা আইন প্রণয়ন, অধিকার সংরক্ষণ ও ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করবো।

মোটামুটি কাজ চালানোর উপযোগী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিপ্লবকে পরিপূর্ণরূপে সার্থক করে তোলার জন্য আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা যন্ত্রের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আয়ত্ব করার বিস্তারিত কার্যসূচী প্রণয়ন করবো।

যোগাযোগ ব্যবস্থা আয়ত্বে আনয়ন করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সংবাদপত্রের আযাদী, সমিতি গঠনের অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতা ও ভোটদানের রীতি ইত্যাদি অনেক বিষয় মানুষের মন থেকে চিরতরে মুছে যাবে অথবা নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর এসব বিষয়ে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। ঐ চরম মুহূর্তেই আমরা এক সঙ্গে আমাদের সকল বিধি-নিষেধ ঘোষণা করে দেবো। কেননা, এরপর প্রত্যেকটি ছোটখাট পরিবর্তনও বিপজ্জনক হতে পারে। পরবর্তী পরিবর্তন যদি কঠোরতার সঙ্গে জারী করা হয় তাহলে জনগণের মধ্যে আরও কঠোরতার ভীতিজনিত নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে।

আর যদি পরিবর্তনের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয় তাহলে জনগণ বলাবলি করবে যে, আমরা নিজেদের অন্যায় বুঝতে পেরে তাদের অধিকারে

স্বীকৃতি দিয়েছি। এতে করে আমাদের কর্তৃত্বের মর্যাদাহানী হবে। অথবা একথা বলা হবে যে, আমরা সতর্ক হয়ে গেছি এখন থেকে ক্রমেই চাপে নতি স্বীকার করতে থাকবো। উভয় অবস্থাই আমাদের নয়া শাসনতন্ত্রের জন্য মর্যাদা হানিকর। আমরা যা চাই তা হচ্ছে এই যে, নয়া শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পরমুহূর্ত থেকেই অত্যন্ত কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিয়ে জনসাধারণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলবো। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে দুনিয়ার মানুষ যখন ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবে ঠিক সে সময় আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে তারা আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী অপ্রতিরোধ্য ও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতে বাধ্য হবে। তারা বুঝতে পারবে যে, আমরা মোটেই কোন কিছুর পরোয়া করি না। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন গুরুত্ব দেই না, যে কোন সময় যে কোন স্থানে যে কোন ধরনের বিরোধিতা হোক না কেন—নির্মম কঠোরতার সঙ্গে আমরা তা দমন করবো এবং যে শাসন ক্ষমতা আমরা জবরদস্তি দখল করেছি তা কখনও ওদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে আমরা রাজী নই ... তখনই তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চোখ বুজে সবকিছু সহ্য করবে এবং পরিণাম ফলের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকবে। গইম সমাজ একটা মেষের দল আর আমরা হচ্ছি নেকড়ে বাঘ। আর মেষের দলে বাঘ পৌঁছে গেলে কি অবস্থা হয় তা তোমাদের জানা আছে..... ?

অপর একটি কারণেও গইম সমাজ চোখ বুজে এসব সহ্য করবে। সে কারণটি এই যে, শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্টকারীদের দলন করার এবং অন্যান্য দলগুলোকে পোষ মানিয়ে নেয়ার পর জনগণের হৃত অধিকারগুলোকে পুনর্বহাল করবো বলে বার বার ঘোষণা করবো।

আর কতকাল তাদেরকে হারানো আযাদী ফিরে পাবার অপেক্ষা করতে হবে তা উল্লেখ করা জরুরী নয় ....।

আমরা কেন এসব উপায়-পন্থা আবিষ্কার করেছি এবং বিচার-বিবেচনা না করেই আমাদের কার্যকলাপ মেনে নেবার জন্য গইম সমাজকে বাধ্য করেছি ? পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আমাদের সমাজ সরাসরি চেষ্টা করে যা অর্জন করতে পারে না তা বাঁকা পথে হাসিল করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের গুপ্ত ম্যাসনারীর উদ্দেশ্য এটাই। গইম সমাজের যেসব পশু, ম্যাসনারীর লোক দেখানো লজগুলোর (Lodge) প্রতি আকৃষ্ট হয়, এরা এর উদ্দেশ্য তো বুঝতে পারেই না—এদের মনে ফ্রিম্যাসন লজের বদ মতলব সম্পর্কে কোন সন্দেহ পর্যন্ত উদয় হয় না। ফ্রিম্যাসন লজ্ এদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

খোদা তায়ালা তার মনোনীত জাতি হিসেবে আমাদের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন।

এটা বাহ্যত আমাদের জন্য অসুবিধাজনক অবস্থা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটাই আমাদের বিশ্বের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার দুর্জয় শক্তি যুগিয়েছে।

আমরা যে ভিত্তি রচনা করেছি বর্তমানে এর উপর আর বেশী কিছু করণীয় নেই।

প্রেস ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

আযাদী সম্পর্কে ফ্রিম্যাসন পারিভাষিক ব্যাখ্যা। ম্যাসন রাজে সংবাদ পত্রের ভবিষ্যত। সংবাদ নিয়ন্ত্রণ। কাজ আদান-প্রদান সংস্থা। ম্যাসনারীর দৃষ্টিতে উন্নয়ন কি? প্রেস সম্পর্কে আরও করণীয়। আজকালের প্রেসে ম্যাসনদের একক দখল। প্রদেশগুলোতে "গণদাবীর" উত্তেজনা। নয়া শাসন ব্যবস্থার স্থায়ীত্ব।



আযাদী শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আমরা এ শব্দটির নিম্নরূপ অর্থ গ্রহণ করি ঃ

আযাদী শব্দটির অর্থ হচ্ছে যা যা করার অনুমতি দেয়া হয় তা করার অধিকার। আযাদীর এ ব্যাখ্যা যথাসময়ে আমাদের কাজে লাগবে। কেননা, এর আগে আযাদী আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং উপরোক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী আইন মারফত আমাদেরই পক্ষে সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরী করবো। আমরা প্রেসের সঙ্গেও নিম্নরূপ ব্যবহার করবো। প্রেসের বর্তমান ভূমিকা কি? মানুষের ভাবাবেগকে উত্তেজিত করা বা ক্ষেপিয়ে তোলার কাজই প্রেস করে যাচ্ছে। আমাদের অথবা অন্য কোন স্বার্থপর দলের স্বার্থেই প্রেস এ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রেস সাধারণত প্রাণহীন, ন্যায়নীতি বিরোধী ও মিথ্যা প্রচারের কাজে নিয়োজিত। প্রেস কার স্বার্থে কাজ করছে জনগণ তা বুঝতেই পারে না। আমরা প্রেসকে কঠোর আইনের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবো। ছাপাখানার যাবতীয় কাজ সম্পর্কেও আমরা এ ব্যবস্থাই অবলম্বন করবো। কেননা, ছাপাখানা থেকে যদি স্বাধীনভাবে পুস্তক-পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনাদি ছাপা হয় তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলতে থাকবে। প্রচার কার্যের উপকরণাদি বর্তমান জামানায় খুবই ব্যয় সংকুল ব্যাপার। কিন্তু আমরা এটিকে রাষ্ট্রের জন্য খুবই লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করবো। আমরা প্রেসের উপর বিশেষ কর আরোপ করবো, সংবাদ পত্র বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য জামানত স্বরূপ নগদ টাকা আদায় করবো এবং তাদের কাছ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক ভূমিকা অবলম্বন না করার নিশ্চয়তা গ্রহণ করবো। এরপরও যদি আমাদের উপর কোন আক্রমণ করা হয় (যদিও তা অসম্ভব) তবে আমরা নির্মমভাবে তাদের উপর জরিমানা আরোপ করবো। বিশেষ কর, জামানতের টাকা,

জরিমানা ইত্যাদি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হতে থাকবে। দলীয় মুখপত্রগুলো প্রচারের কাজে এভাবে দেদার অর্থ হয়তো খরচ করতে রাজী হবে না। এ ধরনের সংবাদপত্র আমাদের উপর প্রথম দফা হামলা করলে আমরা তাদের মাফ করবো কিন্তু দ্বিতীয় দফায় পত্রিকা বন্ধ করে দেবো। কারো শক্তি নেই যে, আমাদের সরকারের কার্যক্রমকে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে পারে। পত্রিকা বন্ধ করার জন্য আমরা যে যুক্তি পেশ করবো তা হচ্ছে এই যে, অসময়োচিত ও অন্যায়ভাবে উক্ত পত্রিকা গণমনে আমাদের বিরুদ্ধে অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। আমি অনুরোধ করছি, ভাল করে শুনে রাখবে, আমাদের সমালোচনা- কারীদের মধ্যে ঐসব পত্রিকাও সামিল থাকবে যেগুলো আমাদের স্বার্থে পরিচালিত। কিন্তু এরা ঐসব বিষয়েই সমালোচনা করবে যেগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্বাহ্নেই নীতি পরিবর্তন করার ফায়সালা করেছি। আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া একটি খবরও জনসাধারণের কাছে পৌছতে পারবে না। এমনকি এখনই আমরা একাজে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছি। মাত্র অল্প কয়েকটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানই দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে খবর সংগ্রহ ও বিভিন্ন স্থানে তা পরিবেশন করে। এগুলোকে আমরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো যে, এগুলো একমাত্র আমাদের নির্দেশিত তথ্যই পরিবেশন করবে।

যদি এখনই আমরা গয় সমাজের লোকদের মন-মগজে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়ে থাকি যে, এরা বিশ্ব পরিস্থিতি তাদের নাকের ডগায় আমাদের লাগানো রঙ্গীন চশমার মাধ্যমেই দেখতে বাধ্য হয় এবং এখনই যদি আমরা এই নির্বোধ গয় সমাজের সকল রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়ে থাকি তাহলে আমরা যে সময় আমাদেরই বাদশাহর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে নিরংকুশ কর্তৃত্ব সহকারে শাসন করবো তখন আমাদের প্রতাপ কত দুর্দণ্ড হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা পুনরায় প্রেস সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। পুস্তক প্রকাশক, লাইব্রেরীয়ান (Librarian) অথবা মুদ্রাকর হতে যারা ইচ্ছুক তাদের প্রত্যেককেই আমাদের নিকট থেকে, "ডিপ্লোমা" (Diploma) গ্রহণ করে ধন্য হতে হবে। আর এ 'ডিপ্লোমা' আমরা আমাদের মরজী মাফিক যে কোন সময় বাতিল করতে পারবো। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মানুষের চিন্তাধারাকে আমাদের সরকারের প্রচারিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিশীল করা হবে এবং এর ফলে জনসাধারণকে উন্নয়নের সুফল সম্পর্কে আঁকাবাঁকা পথে পরিচালিত করে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আমাদের প্রত্যেকেই একথা জানে যে, এসব উন্নয়নের ধারণা (Sense of progress) নির্বোধ কল্পনা থেকে উদ্ভূত। এগুলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যস্থিত সহযোগিতাকে

নৈরাজ্যের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, উন্নয়ন (Progress) কথাটি সকল প্রকার তৎপরতাকেই উৎসাহিত করে এবং এর কোন সীমারেখা নেই। তথাকথিত উদার মতাবলম্বীগণও নৈরাজ্যবাদী, বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এরূপ না হলেও চিন্তার ক্ষেত্রে এরা তাই। কেননা, প্রত্যেকেই আযাদীর সুবিধা ভোগ করার জন্য উদ্গ্রীব এবং এ জন্য তারা যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার লাইসেন্স পেয়ে থাকে। আর এ লাইসেন্স হচ্ছে প্রতিবাদের খাতিরে প্রতিবাদ।

এবার আমরা সাময়িক পত্রিকাদির বিষয়ে আলোচনা করছি। আমরা এদের উপরও ষ্ট্যাম্প ট্যাক্স (Stamp Tax) নির্ধারণ করবো, এদের নিকট থেকে জামানতের টাকা তলব করবো এবং ত্রিশ তা'এর কম পরিমাণ কাগজে ছাপানো পুস্তিকাগুলোকে দ্বিগুণ কর দিতে বাধ্য করবো। এসব পুস্তিকাকে আমরা প্রচার পত্র হিসেবে পরিগণিত করবো। এতে ছাপানো আকারে নিকৃষ্ট ধরনের বিষ পরিবেশনকারী পত্রিকার সংখ্যা এক দিকে কমে যাবে এবং লেখকদেরও আমরা কম পরিমাণ লিখতে বাধ্য করবো। কেননা, দীর্ঘ রচনা সম্বলিত পুস্তকের দাম বেশী হবে। আর দাম বেশী হলে কেউ তা খরিদ করে পড়বে না। অপর দিকে আমরা জনগণের মন-মগজকে আমাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সস্তা দামের পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশ করবো এবং সস্তার দরুন সকলেই তা পড়বে। করভারের দ্বারা সাহিত্য রচনার প্রবণতাকে স্তিমিত করে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রাখবো, সাহিত্যিকদের তৎপরতা আমাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে অগ্রসর হয় তাহলে সে দেখতে পাবে যে, তার লেখা ছাপিয়ে প্রকাশ করতে কেউ প্রস্তুত নয়। কোন লিখিত বিষয় ছাপিয়ে প্রকাশ করার জন্য মুদ্রাকরকে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এর অনুমতি নিতে হবে। এভাবে আমরা পূর্বাহ্নেই আমাদের বিপক্ষে কি কি প্রকাশ হতে যাচ্ছে জানতে পারবো এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ জনসমক্ষে প্রকাশ হতে যাচ্ছে সেগুলোর জবাব এবং কৈফিয়ত তৈরী করে নিতে পারবো।

সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা গণশিক্ষার দু'টি শক্তিশালী উপাদান। তাই আমাদের সরকার অধিক সংখ্যক সংবাপত্রের মালিকানা হস্তগত করবে। এর ফলে বিরোধী ভাবাপন্ন সংবাদপত্রের ক্ষতিকারক প্রচার কার্যের মোকাবিলা করা সহজ হবে এবং গণমনে প্রভাব বিস্তার করার উপযোগী একটি শক্তিশালী হাতিয়ার আমাদের হস্তগত হবে। ..... আমরা যদি দশটি সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেই তাহলে নিজেরাই ত্রিশটি সংবাদপত্র জারী করবো এবং নূতন নূতন সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা এ অনুপাতই রক্ষা করে চলবো। কিন্তু জনসাধারণকে এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ করার সুযোগ দেয়া হবে না। এ

উদ্দেশ্যে আমাদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলো বাহ্যত আমাদের চিন্তাধারা ও মনোভাবের বিপরীত মুখী ভাবধারা প্রকাশ করবে এবং এভাবে জনমনে আমাদের জন্য আস্থা স্থাপন করে আমাদের প্রতি সন্দিহান ও চরম বিরোধী মহলকে পর্যন্ত ফাঁদে আটক করে নিষ্প্রভ করে দেবে।

সংবাদপত্রের প্রথম সারিতে থাকবে সরকারী ধরনের পত্রিকাগুলো। এগুলো যেহেতু সর্বদা আমাদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে সেহেতু জনমনে এদের প্রভাব থাকবে খুবই কম। দ্বিতীয় সারিতে আধা সরকারী পত্রিকাগুলো থাকবে। এগুলো নির্জীব ও লক্ষ্যহীনদের নিকটে টেনে আনার দায়িত্ব পালন করবে। তৃতীয় সারিতে আমাদের নিজেদের বিরোধিতার জন্য আমাদেরই জারীকৃত পত্রিকাগুলো থাকবে। এসব পত্রিকা বাহ্যত এমন হাবভাব দেখাবে যে মনে হবে এরা আমাদের ঘোর বিরোধী। আমাদের প্রকৃত বিরোধী মহল এ সংবাদপত্রগুলোর ছদ্মাবরণ দেখে অকপটে এদের প্রতি আস্থা স্থাপন করবে এবং তাদের প্রকৃতরূপ আমাদের কাছে খুলে ধরবে।

আমাদের সংবাদপত্রগুলো সকল প্রকার সম্ভাব্য রং ধারণ করবে। তাদের মধ্যে সামন্তবাদী, প্রজাতন্ত্রী, বিপ্লবী এমনকি নৈরাজ্যবাদী পর্যন্ত দেখা যাবে। অবশ্য এ অবস্থা ততদিন থাকবে যতদিন শাসনতন্ত্র টিকে থাকবে। ভারতবাসীদের তৈরী বিষ্ণুদেবের মূর্তির ন্যায় আমাদের সংবাদপত্রগুলোর একশ'খানা হাত থাকবে এবং প্রতিটি হাতের এক একটি আঙ্গুল জনমতের কোন না কোন একটি সুর বাজাতে থাকবে। যখন কোন শিরার গতি বেড়ে যাবে তখনই ঐ হাতগুলো আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে অগ্রসর হবে। আর সত্য কথা এই যে, উত্তেজিত রোগী বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং এ জন্যই অতি সহজে অপরের পরামর্শ গ্রহণ করে। এ নির্বোধেরা মনে করে যে এদের পক্ষীয় একটি সংবাদপত্রের মতামত এরা আবৃত্তি করছে। প্রকৃতপক্ষে এরা আমাদেরই মতামত অথবা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক মতামতই আবৃত্তি করে থাকে। ভ্রান্তির দরুন এরা মনে করবে যে, এদের দলীয় মুখপত্রের মতবাদ অনুসরণ করেই এরা অগ্রসর হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এরা কিন্তু আমাদেরই পতাকার পেছনে এগিয়ে আসছে।

আমাদের সংবাদপত্র বাহিনীকে এ ধরনের কাজে ব্যবহার করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। সংবাদপত্রের কেন্দ্রীয় বিভাগের নামে আমরা সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান করবো এবং এতে আমাদের এজেন্টগণ সকলের অলক্ষে সময়োপযোগী নির্দেশ ও সাংকেতিক শব্দগুলো ঘোষণা করে দেবে। আমাদের মুখপত্রগুলো আলোচনা ও বিরোধিতার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে একটা লোক দেখানো যুদ্ধ শুরু করে

দেবে। এতে আমাদের সরকারী পত্রগুলো ঐসব আক্রমণের জবাব দান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্যগুলো অধিকতর স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে যাবে। এভাবে আমাদের বক্তব্য পেশ করার যে সুফল হবে তা কখনও সরকারী পত্র-পত্রিকার ঘোষণায় হতে পারতো না।

এসব আক্রমণের দ্বারা আমাদের আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ আমাদের প্রজাগণ সন্তুষ্ট চিত্তে বুঝে নেবে যে আমাদের সমাজে পূর্ণ বাক স্বাধীনতা রয়েছে। এ ছাড়া আমাদের এজেন্টগণ দুর্বল পন্থায় আমাদের সমালোচনা করে সমাজে এ ধারণাও বদ্ধমূল করে দেবে যে, আমাদের বিপক্ষীয়গণের নিকট বিরোধিতা করার উপযোগী কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নেই।

ব্যবস্থাপনার এসব সূক্ষ্ম পদ্ধতি জনসাধারণের চোখে নিখুঁত মনে হবে এবং সুনিশ্চিতরূপে তাদের মন-মগজকে পরিতুষ্ট করে আমাদের সরকারের পক্ষে নিয়ে আসবে। আমাদের ব্যবস্থাপনার কি বাহাদুরী ! রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা সুযোগ ও সুবিধামত জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবো—আবার শান্ত করবো। তাদেরকে বিশেষ মত মেনে নিতে রাজী করবো। আবার বিশেষ মত সম্পর্কে বিভ্রান্ত করবো। কখনও সত্য কথা ছাপিয়ে কখনও মিথ্যা রটিয়ে, কখনও প্রকৃত ঘটনা, আর কখনও বা এর বিপরীত বিষয়গুলো অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে পরিবেশন করে পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে আনার প্রয়াস পাব।

আমরা সুনিশ্চিতরূপে আমাদের বিরোধীদের উপর জয়লাভ করবো। কেননা বিরোধী পক্ষ তাদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য সংবাদপত্রের সহযোগিতা পাবে না। এমন অবস্থা হবে যে, তাদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডার (Propaganda) প্রতিবাদ করার পর্যন্ত আমাদের দরকার হবে না।

সংবাদপত্রের তৃতীয় সারি থেকে আমরা নিজেদের লক্ষ্য করে গুলী করবো এবং প্রয়োজনবোধে আমাদের আধা সরকারী প্রেসগুলো থেকে সাফল্যজনক-ভাবে এগুলোর মোকাবিলা করবো।

এমনকি এখনও ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলো দেখো। আমাদের সাংকেতিক শব্দগুলোকে ভিত্তি করে এক শ্রেণীর পত্রিকা ফ্রিম্যাসনদের স্বপক্ষে কাজ করছে। সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগই পেশাগত গোপনীয়তা রক্ষা করতে বাধ্য। আমরা যদি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত না করি তাহলে সাংবাদিকতার কোন গুপ্ত সূত্রই তারা প্রকাশ করবে না। কোন একজন সাংবাদিকও এ গোপন সূত্র প্রকাশ করার মত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোন এক-জনকেও প্রবেশ করতে দেয়া যায় না যদি তার অতীত জীবনে কোন কলংকের দাগ না থাকে। ঐ কলংক প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে সাংবাদিক গোপন তথ্য ফাঁস

করা থেকে বিরত থাকে। সাংবাদিকের এ কলংক যতদিন সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে জানাজানি থাকে ততদিন তার মান-সম্মান থাকে এবং দেশবাসী উৎসাহ সহকারে তাকে অনুসরণ করে। বিশেষভাবে প্রদেশগুলোকে আমরা অতি সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি সহকারে পরিচালনা করি। প্রদেশগুলোর মধ্যে আমরা এমন সব আশা ও উত্তেজনা ছড়াব যেগুলোকে সম্বল করে তাদের পক্ষে রাজধানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়। আর রাজধানীকে বুঝিয়ে দেবো যে, প্রদেশগুলো ঐসব বিষয়ের দাবীতে উন্মাদ। আর এসব আশা-আকাংখা ও উত্তেজনাকর দাবী-দাওয়ার উৎস একমাত্র আমরাই। যতক্ষণ আমরা যথেষ্ট ক্ষমতা হস্তগত করতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত যেন প্রদেশগুলো কেন্দ্রীয় শক্তিকে কুক্ষিগত করে না নেয় তা দেখাও আমাদের প্রয়োজন। আবার কেন্দ্রগুলো যেন কোন একটি বিষয়ে প্রদেশগুলোকে যুক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট করে ঐকমত্যে এগিয়ে যাবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে তাও আমরাই দেখবো। আর এসব আমাদের এজেন্টগণই করবে।

আমরা নয়া শাসনভার গ্রহণ করে পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের কোন অসাধু আচরণের খবর প্রকাশ হতে দেবো না। সকলকেই একথা মনে করার সুযোগ দিতে হবে যে, নয়া শাসন ব্যবস্থার সুফল স্বরূপ জনগণের অপরাধ প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে উবে গেছে। যুলুম-নির্যাতনের ঘটনা শুধু নির্যাতিত ব্যক্তি এবং ঘটনাচক্রে যারা এ বিষয়ে জানতে পারে শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর কেউ এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারবে না।

উন্নয়নের ধূয়া

দৈনিক আহারের প্রয়োজনীয়তা— রাজনৈতিক ময়দানের প্রশ্নাবলী— শিল্প সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী— আমোদ-প্রমোদ— জনগণের প্রাসাদ— "সত্য অবিভাজ্য" — প্রধান সমস্যাবলী।



দৈনিক আহারের প্রয়োজনীয়তাই গইম সমাজকে নিরবে আমাদের অনুগত দাস হতে বাধ্য করে। সংবাদপত্রগুলোর মধ্য থেকে যাদের আমরা এজেন্ট নিয়োগ করবো তারা আমাদের নির্দেশে ঐসব বিষয়ে আলোচনা করবে যে বিষয়ে সরাসরি আমাদের সরকারী কাগজে আলোচনা করা সমীচিন নয়। আমরা আলোচানার মধ্যস্থলে কোন একটি সুবিধাজনক সূত্রধরে জনগণের সামনে কতিপয় সাজানো তথ্য পেশ করবো। একবার যে বিষয়ে একটা ফায়সালা হয়ে যাবে তা রদ করার সাহস কেউ করবে না। জনসাধারণের দৃষ্টিতে তা খুব উন্নত বলেই মনে হবে।

... আর সাথে সাথেই সংবাদপত্র এ বিষয়টি থেকে জনগণের মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার কাজ শুরু করবে (আমরা কি সর্বদাই জনগণকে শুধু নূতন বিষয়ের পেছনে ধাওয়া করতে শিক্ষা দেইনি ?) সুযোগ সন্ধানী নির্বোধ (Brainless) লোকেরা নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনায় মেতে উঠবে অথচ এ আহাম্মকের দল আলোচ্য বিষয়টির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। রাজনৈতিক ময়দানের জটিল সমস্যাবলী অনুধাবন করার সাধ্য এদের কারো নেই। শুধু তারাই এ বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারে যারা যুগযুগ ধরে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে এবং বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করছে।

এ আলোচনা থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে, জনগণের মতামত সংগ্রহের বাহানায় আমরা আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি মাত্র। তোমরা বলবে যে, বিভিন্ন বিষয়ে আমরা জনগণের মতামত সংগ্রহের নামে যা যা প্রচার করি সেগুলো কার্যে পরিণত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—শুধু প্রচারনাই এর মূল লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে আমরা অবিরাম একমাত্র প্রচার করে যাচ্ছি যে, সাধারণের কল্যাণ সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য।

রাজনৈতিক প্রশ্নে যেসব লোক আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হতে পারে তাদের অন্য পথে ধাবিত করার জন্য আমরা শিল্প-কারখানার প্রশ্নটি উথাপন করেছি।

এ ক্ষেত্রে নির্বোধের দল ঘুরপাক খাবে। নূতন নূতন চাকুরী পাবার আশায় এ ক্ষেত্রে জনগণ রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে রাজী হয়ে যাবে। তাদের আরও দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্য আমরা আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা এবং সময় অপচয় ও ভাবাবেগ বৃদ্ধির অন্যান্য উপাদান সর্বত্র ছড়িয়ে দেবো। সাথে সাথেই আমাদের পত্র-পত্রিকা মারফত খেলাধুলা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিযোগিতা শুরু করিয়ে দেবো। এসব বিষয় গইমদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। আমরা কিভাবে, কোথায় তাদের ক্ষতি সাধন করতে চাই, তা তারা বুঝতেই পারবে না। কোন বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলার দরুন এরা অবশেষে আমাদেরই সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতে শুরু করবে। কেননা, চিন্তার নূতন সূত্র একমাত্র আমরাইতো পেশ করছি ... অবশ্য এমন লোকদের মারফতে নূতন চিন্তাধারা প্রবর্তন করি যাদের সম্পর্কে জনগণ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করবে না যে, আমাদের সাথে এদের কোন যোগাযোগ রয়েছে।

উদার মতাবলম্বী অবাস্তব কল্পনা বিলাসীগণ বর্তমানে যে ভূমিকা পালন করছে, তা আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভিন্নরূপ ধারণ করবে। ঐ সময় না আসা পর্যন্ত এরা আমাদের স্বপক্ষে খুব ভাল কাজ করে যাবে। তাই আমরা এদের মন-মগজে নূতন নূতন অবাস্তব সূত্র ও কল্পনা রাজ্যের সুখ-সম্পদের ধারণা সৃষ্টি করবো। নতুন ও বাহ্য দৃষ্টিতে উন্নত, আমরা সাফল্যজনকভাবে নির্বোধ গইমদের মন-মগজকে উন্নতির ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছি। গইম সমাজের একজন লোকও একথা বুঝতে পারছে না যে, "উন্নয়ন" শব্দটির মধ্যেই সত্য থেকে সরে পড়ার একটা ধারণা লুকিয়ে আছে। কেননা, সত্য এক ও অবিভাজ্য। বস্তুর মত সত্যের আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তনশীল নয়। উন্নয়ন একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র। সত্যকে চাপা দেয়ার জন্য এটা ব্যবহৃত হয় এবং একমাত্র আমরা খোদার মনোনীত জাতি ছাড়া প্রকৃত সত্য কেউ অবগত নয়।

আমরা যখন আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করবো তখন আমাদের বক্তাগণ বড় বড় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে। ঐসব সমস্যা—যেগুলো মানবতাকে উলট-পালট করে দিয়েছে। আর এ আলোচনার উদ্দেশ্য হবে মানব গোষ্ঠীকে আমাদের শাসনাধীনে আনয়ন করা।

এসব লোকদেরকে একটা পরিকল্পনার অধীনে মঞ্চে আনয়ন করা হয়েছিল বলে কে সন্দেহ করতে পারবে? শত শত মানুষের কাছে আমাদের এ কার্যক্রম অজ্ঞাত থেকে যাবে।

দাসত্বের নয়া রূপ

ভবিষ্যতের ধর্ম। দাসত্বের ভবিষ্যত রূপ। ভবিষ্যতের ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশে বাধা। ভবিষ্যতের নগ্নচিত্র ও ছাপানো ফিরিস্তি।



আমাদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব আমরা বরদাশত করবো না। কেননা খোদার মনোনীত জাতি হিসেবে আমরাই পৃথিবীর মানুষের শাসক এবং আমাদের মনিব হবেন স্বয়ং খোদা। তাই আমরা অন্যান্য যাবতীয় ধর্মমত মিটিয়ে দেবো। যদি এ ব্যবস্থার ফলে নাস্তিকতার জন্ম হয় তবে এটা একটা অস্থায়ী ব্যাপার হবে এবং আমাদের মতবাদ প্রচারে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আজও কিছু নাস্তিক রয়েছে তারাও আমাদের মতবাদ প্রচারে ক্ষতিসাধন করতে পারছে না। কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যতের সকল মানব বংশ আমাদের প্রচার মনোযোগ সহকারে শুনবে। তারা জানতে পারবে যে, মূসা (আ)-এর ধর্ম স্থিতিশীলতা ও পবিত্রতার কারণেই পৃথিবীর মানুষকে আমাদের শাসনাধীনে নিয়ে এসেছে। অতপর আমরা এ ধর্মের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় প্রচার করবো যে, এ ধর্মের যাবতীয় শিক্ষাই অলৌকিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর প্রতিটি সুযোগেই আমরা প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে আমাদের ও পূর্ববর্তীদের শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করবো। শত শত শতাব্দী জুড়ে যে উত্তেজনা চলে আসছিল, তা মুহূর্তে শান্ত হয়ে যাবে এবং আমরা যেসব কল্যাণকারিতা তাদের নিকট ব্যাখ্যা করবো তা দেখে-শুনে তারা নিরবতা অবলম্বন করবে। গইম সমাজের যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি জনগণের কাছে সালংকারে বর্ণনা করবো। আমরা পূর্ববর্তী শাসনামলের এমন ভয়ানক চিত্র তুলে ধরবো যে, উত্তেজনা ও কোলাহলপূর্ণ আযাদীর তুলনায় তারা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাসত্বকেই অধিকতর পসন্দ করবে। গইমদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য আমরা উত্তেজনার মাধ্যমে সরকারগুলো ভাঙ্গা-গড়ার যে খেলা শুরু করেছি তা জনগণকে চরম হতাশায় নিক্ষেপ করবে এবং তারা অবশেষে আমাদের শাসনামলে যে কোন কষ্ট সহ্য করতে রাজী হয়ে যাবে। তথাপি পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে চাইবে না।

ইতিমধ্যে আমরা গইম সমাজের সরকারের যাবতীয় ঐতিহাসিক ভুল-ভ্রান্তি জোরে-শোরে প্রকাশ করতে কসুর করবো না। জনগণকে বুঝিয়ে দেবো যে, তাদের নির্বাচিত সরকারগুলো মানবতার কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে যুগযুগ ধরে কাল্পনিক কল্যাণ সাধনের ও অবাস্তব স্বপ্ন বিলাসের পেছনে ধাওয়া করে উত্তরোত্তর কেবল অমঙ্গলই ডেকে এনেছে এবং মানব জীবনের মূলভিত্তি—সার্বজনীন সম্পর্ককে (Universal Relation) বিনষ্ট করে দিয়েছে।

আমাদের নয়া ব্যবস্থার সবটুকু শক্তি নিয়োজিত করে আমরা পুরাতন ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি ও নূতন সমাজের চিত্তাকর্ষক চিত্র পেশ করতে থাকবো। আমাদের দার্শনিকগণ গইম সমাজের প্রচলিত মত-বিশ্বাসগুলোর অসারতা বর্ণনা করবে। কিন্তু তাদের কেউ কখনও আমাদের ধর্মমত নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে সাহসী হবে না। কেননা, আমাদের সঠিক মতামত আমরা ছাড়া আর কেউ জানতেই পারে না।

উন্নয়নশীল ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হিসেবে যেসব দেশ পরিচিত সেসব দেশে আমরা কতকগুলো অর্থহীন, কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল সাহিত্য সৃষ্টি করেছি।

কারণ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর আমরা এসব সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করবো। উচ্চতর মহল থেকে প্রচারিত বক্তৃতা ও পার্টি প্রোগ্রামের তুলনায় এসব অর্থহীন ও কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য প্রাচীন সমাজের প্রতীক হিসেবে প্রকারান্তরে আমাদেরই মহত্ত্ব প্রচার করবে। আমাদের ট্রেনিং প্রাপ্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গইম সমাজের নেতৃত্বের আসনে বসে বক্তৃতা, বিবৃতি, স্মারক ও প্রবন্ধাদি প্রচার করে জনসাধারণের মন-মগজকে আমাদেরই অভীষ্ট পথে পরিচালিত করবে।

বিশ্বজোড়া বিপ্লব

সমগ্র দুনিয়ায় একদিনে বিপ্লব— । শাস্তির আদেশ— । গইম ম্যাসনদের ভবিষ্যত ভাগ্য— । কর্তৃত্বের কেরামতি— । ম্যাসন লজের সংখ্যা বৃদ্ধি— । ম্যাসন মুরুব্বিদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড— । ম্যাসনারী সকল গুপ্ত আন্দোলনের নেতা ও পরিচালক— । জনসাধারণের আবেগের গুরুত্ব— । একমাত্র শক্তিশালী ইসরাইল বাদশাহর বিশ্বশাসনের এখতিয়ার ।



আমরা এমন ব্যবস্থা করবো যেন একই দিনে বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার ক্ষমতা দখল করতে পারি। ঐদিন আসার আগেই প্রচলিত সকল প্রকার শাসন ব্যবস্থার অযোগ্যতা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হতে বেশী সময় লাগছে না—খুব সম্ভবত পুরোপুরি একশো বছরও দরকার হবে না। ক্ষমতায় আসার পর আমরা নির্মমভাবে তাদের হত্যা করবো যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। গুপ্ত সমিতি ধরনের সকল নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করার শাস্তি হবে —মৃত্যুদণ্ড। বর্তমানে আমাদের জানা যেসব গুপ্ত প্রতিষ্ঠান আমাদেরই কাজ করছে সেগুলোকে আমরা ভেঙ্গে দেবো এবং ইউরোপ থেকে বহু দূর-দূরান্ত এলাকায় এদের নির্বাসিত করবো। যেসব গয় ম্যাসন আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে তাদের এভাবেই ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। আর যাদের রেহাই দেবো তাদেরও সর্বদা নির্বাসন দণ্ডের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখবো। পূর্ববর্তী সকল গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যদের ইউরোপ থেকে নির্বাসন দণ্ডের উপযোগী ঘোষণা করে আমরা নয়া আইন জারী করবো। আমাদের সরকারী সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং এর উপর কোন আপীল (Appeal) চলবে না।

আমরা গয় সমাজের গভীরে অনৈক্য ও পরস্পর বিরোধিতার বীজ বপন করে দিয়েছি। ক্ষমতায় আসার পর এ বিষাক্ত বীজ থেকে সমাজকে উদ্ধার করার জন্য নির্মম কঠোর সাজার ব্যবস্থা করতে হবে যেন কর্তৃত্বের পরাক্রম প্রমাণিত হয়ে যায়। এতে কে বা কারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তা মোটেই দেখা চলবে না। যারা দুঃখ ভোগ করে তারা ভবিষ্যত সমাজের কল্যাণের জন্যই করে থাকে। কতিপয় মানুষের জীবন কুরবানী করেও ভবিষ্যতের কল্যাণ অর্জন করা সকল গভর্নমেন্টই তার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং নিজের অস্তিত্বের জন্য জরুরী মনে করে। শাসন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ক্ষমতার দাপটের উপরই নির্ভরশীল। ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় নম্রতা বা ভদ্রতা দেখানো মোটেই সমীচিন নয়।

বিশ্বজোড়া বিপ্লব

সমগ্র দুনিয়ায় একদিনে বিপ্লব— । শাস্তির আদেশ— । গইম ম্যাসনদের ভবিষ্যত ভাগ্য— । কর্তৃত্বের কেরামতি— । ম্যাসন লজের সংখ্যা বৃদ্ধি— । ম্যাসন মুরুব্বিদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড— । ম্যাসনারী সকল গুপ্ত আন্দোলনের নেতা ও পরিচালক— । জনসাধারণের আবেগের গুরুত্ব— । একমাত্র শক্তিশালী ইসরাঈল বাদশাহর বিশ্বশাসনের এখতিয়ার।



আমরা এমন ব্যবস্থা করবো যেন একই দিনে বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার ক্ষমতা দখল করতে পারি। ঐদিন আসার আগেই প্রচলিত সকল প্রকার শাসন ব্যবস্থার অযোগ্যতা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হতে বেশী সময় লাগছে না—খুব সম্ভবত পুরোপুরি একশো বছরও দরকার হবে না। ক্ষমতায় আসার পর আমরা নির্মমভাবে তাদের হত্যা করবো যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। গুপ্ত সমিতি ধরনের সকল নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করার শাস্তি হবে —মৃত্যুদণ্ড। বর্তমানে আমাদের জানা যেসব গুপ্ত প্রতিষ্ঠান আমাদেরই কাজ করছে সেগুলোকে আমরা ভেঙ্গে দেবো এবং ইউরোপ থেকে বহু দূর-দূরান্ত এলাকায় এদের নির্বাসিত করবো। যেসব গয় ম্যাসন আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে তাদের এভাবেই ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। আর যাদের রেহাই দেবো তাদেরও সর্বদা নির্বাসন দণ্ডের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখবো। পূর্ববর্তী সকল গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যদের ইউরোপ থেকে নির্বাসন দণ্ডের উপযোগী ঘোষণা করে আমরা নয়া আইন জারী করবো। আমাদের সরকারী সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং এর উপর কোন আপীল (Appeal) চলবে না।

আমরা গয় সমাজের গভীরে অনৈক্য ও পরস্পর বিরোধিতার বীজ বপন করে দিয়েছি। ক্ষমতায় আসার পর এ বিষাক্ত বীজ থেকে সমাজকে উদ্ধার করার জন্য নির্মম কঠোর সাজার ব্যবস্থা করতে হবে যেন কর্তৃত্বের পরাক্রম প্রমাণিত হয়ে যায়। এতে কে বা কারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তা মোটেই দেখা চলবে না। যারা দুঃখ ভোগ করে তারা ভবিষ্যত সমাজের কল্যাণের জন্যই করে থাকে। কতিপয় মানুষের জীবন কুরবানী করেও ভবিষ্যতের কল্যাণ অর্জন করা সকল গভর্নমেন্টই তার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং নিজের অস্তিত্বের জন্য জরুরী মনে করে। শাসন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ক্ষমতার দাপটের উপরই নির্ভরশীল। ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় নম্রতা বা ভদ্রতা দেখানো মোটেই সমীচিন নয়।

সম্প্রতিকাল পর্যন্ত রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থা এরূপই ছিল। এটাই ছিল দুনিয়ায় আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

ইটালীতে যখন রক্তের বন্যা বইছিল সে সময়ের কথা মনে কর। কিন্তু এ রক্তপাতের জন্য দায়ী "সুল্লা"র (Sulla) মাথার চুলও কেউ স্পর্শ করেনি। সুল্লা (Sulla) যদিও ইটালীয়ানদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল তথাপি জনগণের চোখে তার শাসন ব্যবস্থা ঐশ্বরিক শক্তির মত সম্মানিত ছিল। সে ইটালীতে ফিরে আসার পর তার ক্ষমতা একটা অপরিহার্য বিষয়ে পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি সাহস ও মানসিক শক্তির সাহায্যে মানুষকে যাদু মন্ত্রের মত মুগ্ধ করে ফেলতে পারে তাকে কেউ অঙ্গুলী দ্বারাও আঘাত করে না। ইতিমধ্যে যেভাবেই হোক আমাদের রাজ্যে যতদিন ফিরে যেতে না পারি ততদিন পর্যন্ত আমরা দুনিয়ার সকল দেশে "ফ্রিম্যাসন লজে"র (Freemason Lodge) সংখ্যা বাড়াতে থাকবো। সমাজের গণ্যমান্য সকল লোকদের এসব লজের মধ্যে শামিল করে নেবো। কেননা ফ্রিম্যাসন লজই হচ্ছে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার সুচতুর ব্যবস্থা। এসব লজের উপর আমরা একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ড স্থাপন করবো এবং এ বোর্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে শুধুমাত্র আমরাই জ্ঞাত থাকবো। অন্য কেউ এ সম্পর্কে কিছুমাত্র জানতে পারবে না। আর নিয়ন্ত্রণভার আমাদের মধ্যস্থিত জ্ঞানী মুরুব্বিদের হাতে অর্পণ করবো—এ লজগুলোর প্রতিনিধি বৃন্দের একটি পরিষদ নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ডকে লোক-চক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখার সহায়ক হবে। আর বোর্ড এ প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই কার্যসূচী ও সাংকেতিক বাণী প্রচার করবে। এসব লজগুলোতে আমরা বিপ্লবী ও উদার মতাবলম্বীদের একই গ্রন্থিতে বাঁধবো। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের নিয়েই 'লজ' সমিতি গঠিত হবে। অত্যন্ত গোপনীয় রাজনৈতিক পরিকল্পনাগুলোও আমাদের জানা থাকবে এবং সূচনা হতেই আমাদের পরিচালক—হাতের মুঠোয় এসে যাবে। 'লজ'গুলোর সদস্যদের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সকল পুলিশ বাহিনীর লোক শামিল থাকবে। পুলিশদের সহযোগিতা আমাদের খুবই জরুরী। কেননা, পুলিশ নিজের ক্ষমতাবলে শুধু যে অবাধ্যদের দমন করবে তাই নয়—অধিকন্তু তারা আমাদের যাবতীয় তৎপরতাকে সুদৃশ্য আবরণে চাপা দিয়ে গণ অসন্তোষ্টির পথ রোধ করতে সক্ষম হবে।

যেসব লোক খুব আগ্রহ সহকারে গুপ্ত সমিতিগুলোতে যোগদান করে তারা হচ্ছে বুদ্ধিজীবী, কর্মতৎপর এবং সাধারণত হাল্‌কা মনের অধিকারী। আমরা যে ধরনের সামাজিক যন্ত্র স্থাপন করেছি তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এমন লোককে ব্যবহার করতে আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। যদি এ দুনিয়া

উত্তেজিত হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে পৃথিবীর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভঙ্গ করার জন্য এ ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টির জরুরত আমাদেরই। যদি পৃথিবীর মানব সমাজে কোন চক্রান্ত জন্ম নেয় তাহলে এর মূলে নিশ্চয়ই আমাদের একজন বিশ্বস্ত চর রয়েছে বলে মনে করতে হবে। কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবে আমরাই ম্যাসন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবো। কারণ একমাত্র আমরাই জানি কোন্ দিকে আমরা সমাজকে নিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি আন্দোলনের লক্ষ্যস্থল একমাত্র আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। অপর দিকে গইম সমাজ কোন কিছুই অবগত নয়। কোন একটি কার্যক্রমের আশু ফলাফল সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ।

গইম সমাজ সদা সর্বদা তাদের সংকীর্ণ চিন্তাধারাকে পরিতুষ্ট করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে। অথচ এ নির্বোধের দল একথাও জানে না যে, তাদের চিন্তাধারাটুকুও তাদের নিজস্ব নয়। এটাও আমরাই তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। গইমেরা আমাদের ফ্রিম্যাসন লজে কৌতুহল বশত অথবা চেষ্টা-তদবির করে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এসে থাকে। আর কতক লোক শুধু শ্রোতাদের সামনে তাদের অবাস্তব, ভিত্তিহীন ও আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করার সুযোগ হাসিল করতে এখানে আসে। তারা সাফল্যের উত্তেজনা ও বাহবা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত। আর আমরা এ দু'টো বিষয়ে সুযোগদানের ব্যাপারে মুক্তহস্ত। এদের চরম অহম্বোধকে আমাদের স্বপক্ষে নিয়োজিত করার জন্যই আমরা তাদের এভাবে সাফল্য অর্জনের সুযোগ দিয়ে থাকি। ফলে, তারা তাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বক্তৃতা পেশ করতে শুরু করে। তারা তাদের যুক্তির নির্ভুলতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে আস্থাশীল হওয়ার দরুন আমাদের প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার কোন দরকার বোধ করে না। তোমরা ধারণাও করতে পার না যে, কতটা সহজে গইম সমাজের সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকেও তার অহমিকার দরুন নিজের অজান্তেই এক অকপট সরলতায় আনয়ন করা যায়। আর এটাও ধারণা করতে পারবে না যে, তার সাফল্যের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র মন্দাভাব তাকে কিভাবে ভগ্নোৎসাহ করে দিতে পারে। অথচ এটা তার ব্যর্থতা নয়, শুধু বাহবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রটিকে সময়ান্তরে সামান্য সংকুচিত করা হয় মাত্র। আর এ মন্দাভাব থেকে পুনরায় পূর্ণ সাফল্যের মর্যাদায় ফিরে যাবার জন্য সে ব্যক্তি যে কি পরিমাণ দাস মনোভাব নিয়ে আমাদের অনুগত হয়—তাও তোমরা বুঝতে পারবে না। আমরা যেরূপ আমাদের পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য অন্য ধরনের স্বার্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি তেমনই গইমেরা তাদের বাহ্যিক সাফল্যের খাতিরে নিজেদের যে কোন পরিকল্পনা সহজে পরিত্যাগ করতে পারে। গইমদের এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার দরুনই আমাদের পক্ষে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এদেরকে প্রয়োজন মত যেদিকে ইচ্ছা

পরিচালনা করা সহজ হয়েছে। বাঘের মত চেহারার অধিকারী এসব লোকগুলোর অন্তরটা মেষের এবং এদের মগজ এত হালকা যে, এর মধ্য দিয়ে সকল প্রকারের বায়ু অবাধে যাতায়াত করতে পারে। আমরা তাই তাদের মগজে একটা "সুখের ঘোড়া" ঢুকিয়ে দিয়েছি। এ ঘোড়াটি হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অবসান করে সমষ্টির চিন্তা .... এ নির্বোধেরা এখনও বুঝতে পারেনি এবং কখনও বুঝতে পারবে না যে, এ খেয়ালী সখের ঘোড়াটি প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী পথে চলতে উদ্যত। জগতের সূচনা থেকেই প্রতিটি সৃষ্টি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সংরক্ষণই এর প্রধান লক্ষ্য ...। আমরা এভাবেই নির্বোধ গইমদের একটি অন্ধকার গহ্বরের মুখে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছি। এটাইকি একথার প্রমাণ নয় যে, আমাদের তুলনায় গইমদের চিন্তা শক্তি অত্যন্ত নিম্নমানের। গইমদের এ নিম্নমানের চিন্তাশক্তিই আমাদের সাফল্যের জামানত। আমাদের জ্ঞানী মুরুব্বিগণ কত দূরদর্শিতার সঙ্গে সুদূর অতীতেই বলেছিলেন যে, আমাদের লক্ষ্যে পৌছার জন্য আমরা যাদের জীবন নষ্ট করবো তাদের সংখ্যা কখনও গণনা করবো না। গয় পশুদের কতজন আমাদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছে তা আমরা কখনো গণনা করিনি।... আমাদের নিজেদের অনেক লোককেও একই উদ্দেশ্যে আমরা হারিয়েছি। তবে তাদের আমরা এমন মর্যাদাই দিয়েছি যা লাভ করার কল্পনাও তারা কখনও করতে পারেনি। তুলনামূলকভাবে আমাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক লোক মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছে—আর তাদের মৃত্যু আমাদের গোটা সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। মৃত্যুই সকলের অপরিহার্য পরিণতি। যারা আমাদের কার্যকলাপের বাধা সৃষ্টি করে তাদের পরিণতির নিকটে শীগগির পৌছিয়ে দেয়াই উত্তম। আমরা ম্যাসনদের এমন কৌশলে মৃত্যুদণ্ড দিব যে, ভ্রাতৃসংঘের সদস্যগণ ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করতেও পারবে না। এমনকি যারা মৃত্যুবরণ করবে, তারাও না। কেননা, তাদের মরণ স্বাভাবিক রোগজনিত মরণেরই মত হবে ... এটা জানা আছে বলেই ভ্রাতৃসংঘ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। এ পদ্ধতির দ্বারা আমরা ম্যাসনদের মধ্য থেকে মূল শক্তিটুকু ছিনিয়ে নিয়েছি। তাই তারা আমাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করতে পারে না। আমরা একদিকে গইম সমাজে উদারতাবাদের প্রচার করি আর অপর দিকে আমাদের নিজস্ব লোক ও এজেন্টদের বিনা শর্তে আমাদের অনুগত থাকতে বাধ্য করি। আমাদের প্রভাবের ফলে গইম সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন খুব কমই বাস্তবায়িত হতে পারে। উদার নৈতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আইনের মর্যাদা যথাসম্ভব খাটো করে দেয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়াদিতে বিচারকগণ যে রায় দিয়ে থাকেন তা আমাদেরই নির্দেশ মোতাবেক দেন। আর

অপরাপর বিষয়গুলোতেও তারা আমাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অবশ্য এসব কাজ আমাদের যেসব ক্রীড়নকদের মাধ্যমে আমরা করিয়ে নেই, সংবাদপত্রের মতামত বা অন্য কোন বিষয়েই আমাদের ও তাদের মধ্যস্থিত যোগাযোগের কোন সূত্র বিদ্যমান নেই। তথাপি সিনেটের (Senate) ও উচ্চ পর্যায়ের শাসকবৃন্দ আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। গইমদের নির্ভেজাল পশুমন বিশ্লেষণ বা পর্যবেক্ষণ জাতীয় কোন কার্যেরই যোগ্য নয়। আর কোন বিষয়ের পরিণতি কতদূর গড়াবে এ সম্পর্কিত দূরদৃষ্টিও এদের নেই। কার্যক্ষমতা ও চিন্তাশক্তির ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে গইমদের পশুমনের পার্থক্য থেকেই আমরা যে খোদার মনোনীত ও উচ্চ গুণাবলীর অধিকারী তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়। তাদের চোখ খোলা অথচ এরা দেখতে পায় না আর ঐ চোখ দিয়ে কোন রহস্যই ভেদ করতে পারে না (অবশ্য বস্তু রহস্য ভেদ করা ছাড়া)। একথা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের সৃষ্টিই হয়েছে বিশ্বকে শাসন করার জন্য।

আমাদের শাসন ব্যবস্থা যখন লোক চক্ষুর সামনেই কায়েম হয়ে যাবে এবং তার সুফল প্রকাশের সময় আসবে তখন আমরা সকল আইন নূতনভাবে জারী করবো। আমাদের রচিত আইনগুলো হবে সংক্ষিপ্ত, সরল, স্থিতিশীল এবং কখনও এগুলোর ব্যাখ্যা করার দরকার হবে না। এতে জনগণ সহজেই আইনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। সবগুলো আইনের মধ্যেই একটি বিষয় প্রবল থাকবে আর তা হচ্ছে আমাদের আদেশ-নির্দেশের বশ্যতা স্বীকার। এ বিষয়টিকেই আমরা চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবো। ফলে নিম্নতম পদ থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে অবাধ্যাচরণ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যাবে। ক্ষমতার অপব্যবহারকারী অপরাধীর আমরা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবো যেন তা দেখে কখনও কারো মস্তিষ্কে ক্ষমতার অপব্যবহারের চিন্তাও প্রবেশ করতে না পারে। যেসব কর্মতৎপরতার উপর শাসন ক্ষমতা নির্ভরশীল সেগুলোর উপর আমরা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো। কেননা, শৈথিল্য সর্বক্ষেত্রেই শিথিলতার জন্ম দেয়। অবৈধ আচরণ কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি ঘটনাকেও কঠোর সাজা না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে না।

দোষ গোপন করা, শাসন কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর গুপ্ত যোগসূত্র রাখা ইত্যাদি ধরনের অপরাধ প্রথম দফা কঠোর শাস্তি দেয়ার পরই দূরীভূত হয়ে যাবে। আমাদের ক্ষমতার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সামান্যতম অপরাধেরও যথাযোগ্য তথা নিষ্ঠুর সাজা দেয়া জরুরী। আর এ ধরনের পদক্ষেপের ফলেই আমরা সুউচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করবো। ভোগান্তি যাদের

ঘটবে তাদের সাজা অপরাধের তুলনায় অনেক বেশী হলেও তারা সৈনিক সুলভ মনোভাব নিয়ে কর্তৃপক্ষের স্বার্থে নিজেদের পতনকে মেনে নিবে। কারণ নীতি ও আইন কখনও শাসন ক্ষমতার রশি যাদের হাতে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের অবকাশ দেয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বিচারকগণের একথা জানা থাকবে যে, নির্বোধের মতো নম্রতা দেখিয়ে নিজেদের সম্মান বৃদ্ধির প্রবণতা যদি তাদের প্রভাবিত করে তাহলে তারা বিচারের মূলনীতি লংঘন করবেন। বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে কঠোর সাজা দিয়ে অধপতিত মানুষের নৈতিক উন্নয়ন। বিচারকের দয়া-দাক্ষিণ্য জাতীয় সদগুণাবলী প্রকাশ করার ক্ষেত্র বিচারালয় নয়। এ ধরনের সদগুণাবলী ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকা ভাল কিন্তু মানব জাতিকে গড়ে তোলার জন্য যে সমষ্টিগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে এসব গুণের কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের আইন বিভাগীয় কর্মচারীগণ ৫৫ বছর বয়সের বেশী সময় চাকুরী করবে না, এর প্রথম কারণ এই যে, বুড়ো লোকেরা একগুয়েমীর সঙ্গে সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব করে এবং নূতন যুক্তির প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করে না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, এ নিয়মের ফলে কর্মচারী পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা হেরফের করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে যাবো এবং চাপ দিয়ে এসব কর্মচারীদের অত্যন্ত অনুগত হতে বাধ্য করবো। যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা বহাল রাখার জন্য আগ্রহী তাকে অন্ধভাবে আমাদের আনুগত্য করতে হবে। সাধারণ-ভাবে আমাদের বিচারকদের মনোনীত করার সময় পরখ করে দেখে নিতে হবে যেন তারা খুব ভালভাবে বুঝেশুনে দায়িত্ব গ্রহণ করে। কেননা তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আইনের প্রয়োগ ও শাস্তি দান। বর্তমানে গইম সমাজে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার ন্যায় আমরা সরকারী খরচায় উদারতা প্রদর্শন করার জন্য বিচারক নিয়োগ করবো না। কর্মচারীদের রদবদলের দরুন একই ধরনের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্যও ভেঙ্গে যাবে এবং তারা তাদের ভাল মন্দের জন্য শুধু মাত্র সরকারেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। তরুণ বিচারকদের আরো একটি বিষয় শিক্ষা দেয়া হবে। আর তা হচ্ছে এই যে, আইন প্রয়োগের ফলে যেন প্রতিষ্ঠিত সমাজের কোন ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে রায় দিতে হবে।

বর্তমান সময়ে গইম সমাজের বিচারকগণ সকল প্রকার অপরাধজনক কাজে উৎসাহী। কারণ, তারা তাদের পদমর্যাদার গুরুত্ব বোঝে না। আর বর্তমান জামানার শাসক শ্রেণী বিচারক নিয়োগকালে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেয় না। পশু যেভাবে তার শিশু সন্তানকে শিকার করার জন্য ছেড়ে দেয় তেমনিভাবে গইম সমাজ দায়িত্বপূর্ণ পদ যাদের হাতে অর্পণ করে তাদের

বুঝিয়ে দেয় না, এ দায়িত্ব তার হাতে দেয়ার উদ্দেশ্য কি। এই জন্যেই গইমদের রাষ্ট্র তাদের নিজেদের নিয়োজিত লোকদের দ্বারাই ধ্বংস হতে চলেছে।

এসব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সরকার পরিচালনার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

আমাদের রাষ্ট্রে যেসব পদস্থ কর্মচারী নিম্নস্তরের কর্মচারীদের ট্রেনিং দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন তাদের মন-মগজ থেকে উদারতাবাদ সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে হবে। কেবল শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে যাদের ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করা হয়েছে শুধু তাদেরই এসব দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হবে। বুড়ো কর্মচারীদের অবসর দানের ফলে পার্থিব ক্ষতি সম্পর্কিত একটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। এর জবাব হচ্ছে এই যে, প্রথমত বুড়ো কর্মচারীদের বিদায়দানের ফলে তারা যে চাকরী হারালো, তার পরিবর্তে তাদের কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করার ব্যবস্থাও আমরাই করবো। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার অর্থভাণ্ডার আমাদেরই কুক্ষিগত হয়ে যাবে। তাই আমাদের সরকারকে কখনও অর্থাভাবের দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

অতি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিটি বিষয়েই আমাদের নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠবে এবং এ জন্যেই আমাদের চূড়ান্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা সর্বক্ষেত্রেই সম্মানিত ও বিনা দ্বিধায় প্রতিপালিত হবে। আমাদের এ সর্বাত্মক ক্ষমতা সকল প্রকার আর্তনাদ ও অসন্তুষ্টিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাবে এবং আমাদের রহস্য ফাঁস করার যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে নির্মূল করে দেবে।

আমাদের সরকারের চেহারা-সুরত হবে বংশের মুরুব্বী ব্যক্তির মত এবং আমাদের শাসক পিতৃসুলভ অভিভাবকের মত শাসন কাজ চালিয়ে যাবেন। আমাদের স্বজাতীয়গণ এবং প্রজাতীয় ব্যক্তিরা আমাদের নিয়োজিত শাসকের মধ্যে একটা পিতৃরূপ দেখতে পাবে। তারা দেখতে পাবে এ নয়া শাসনকর্তা তাদের প্রতিটি প্রয়োজন প্রতিটি কাজ শাসিতদের প্রত্যেকের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের বিষয়েও খুবই আগ্রহ প্রদর্শন করছেন। তারা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারবে যে, শান্তি ও শৃংখলা সহকারে জীবন যাপন করতে হলে অভিভাবকরূপী প্রতিষ্ঠিত শাসকের মুরুব্বিয়ানা থেকে দূরে সরে থাকার কোনই পথ নেই। তারা আমাদের নিয়োজিত শাসনকর্তার স্বেচ্ছাচারকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে মেনে নিবে। বিশেষ করে তারা যখন দেখতে পাবে

যে, আমাদের নিয়োজিত অন্যান্য দায়িত্বশীল অফিসারগণও নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করে না বরং ঐ স্বেচ্ছাচারী শাসকের আদেশ-নির্দেশ হুবহু পালন করে —তখন তাদের মধ্যে অবাধ্যাচরণের চিন্তাও আর অবশিষ্ট থাকবে না। শাসিত ব্যক্তিগণ বরং এ জন্য আনন্দিত হবে যে, আমরা মুরুব্বি ও মাতা-পিতার মত তাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করছি। আর মাতা-পিতা সর্বপ্রকার যত্ন নেয়ার কারণেই নিজেদের প্রতি সন্তানের আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার দাবী করতে পারেন। অনুরূপভাবে আমাদের শাসকগণও তাদের কাছে সঙ্গতভাবেই পূর্ণ আনুগত্য এবং দ্বিধাহীনভাবে কর্তব্য পালনের দাবী করবে। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র পরিচালনার গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি ও তাদের পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তুলনায় শিশু মাত্র। তাই সঙ্গতভাবেই আমরা অভিভাবক।

তোমরা দেখতে পাচ্ছ—আমাদের সর্বাত্মক ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে অধিকার ও কর্তব্য। কর্তব্য পালন করতে বাধ্য করা আমাদের সরকারের প্রধান দায়িত্ব। আর আমাদের সরকার হচ্ছে তার প্রজাদের মা-বাপ। মানব সমাজকে তার প্রকৃতি নির্ধারিত স্থান অর্থাৎ বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের সরকারের স্বাভাবিক অধিকার। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই একে অপরের অনুগত। মানুষের অনুগত না হলেও বিশেষ অবস্থা বা নিজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির প্রতি অনুগত। সকল ক্ষেত্রেই একটি বিষয় সুস্পষ্ট—আর তা হচ্ছে দুর্বল সর্বদাই প্রবলের অনুগত। সুতরাং কল্যাণের খাতিরে আমরাও প্রবলের ভূমিকা গ্রহণ করবো।

যেসব ব্যক্তি আমাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করবে, আমরা বিনা দ্বিধায় তাদের কুরবানী করে ধন্য হবো। কেননা, কঠোর সাজার মধ্যেই শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

ইসরাঈলের বাদশাহ যেদিন ইউরোপের পেশ করা শাহী তাজ মাথায় দিবেন সেদিন থেকে তিনি সারা দুনিয়ার কুলপতির স্থান অধিকার করবেন। অনিবার্যভাবে ও প্রয়োজনের তাগিদে অভিসিক্ত বাদশাহ যাদের হত্যা করবেন তাদের সংখ্যা শত শত বছর গয় সরকারগুলোর পারস্পরিক বিবাদের ফলে নিহতদের সংখ্যার চেয়ে কিছুতেই বেশী হবে না।

আমাদের বাদশাহ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের অবিচ্ছেদ্য ধারা কায়েম করবেন এবং তাঁর মঞ্চ থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে যেসব মূল্যবান ভাষণ দান করবেন সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোর সুখ্যাতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

শিক্ষাব্যবস্থার নয়া রূপ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিষ্প্রাণ করা। শ্রেণীবাদের প্রতিকল্প। প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তি। বিদ্যালয়গুলোতে শাসনকর্তার কর্তৃত্ব সম্পর্কিত প্রচারণা। শিক্ষাদানের আযাদী হরণ। নয়া সূত্র। চিন্তার স্বাধীনতা। পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে উদ্দেশ্য-মূলক শিক্ষাদান।



একমাত্র আমাদের ছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় সমষ্টিগত শক্তি বিনষ্ট করার জন্য প্রথমেই আমরা সমষ্টির শিক্ষাকেন্দ্র — বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক নবতর শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্প্রাণ করে দেবো। এ শিক্ষাগারের সকল অধ্যাপক ও কর্মচারীবৃন্দ একটা বিস্তারিত কার্যসূচী অনুসারে নূতন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হবেন। এবং কখনও এক চুল পরিমাণও এদিক সেদিক নড়াচড়া করবেন না। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে তাদের নিয়োগ করা হবে এবং তারা সরকারের উপর পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল হবে।

রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন-কানুন ও রাজনীতি সংক্রান্ত অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীকে আমরা পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত করে দেবো। এ বিষয়গুলো মাত্র কয়েক ডজন ছাত্রকে শেখানো হবে। পাঠরত অসংখ্য ছাত্রদের মধ্য থেকে বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী যারা তাদের আমরা এ শিক্ষার জন্য বাছাই করে নেবো। শাসনতন্ত্রকে শিথিল করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে প্রস্তাবাদি প্রেরণ বন্ধ করে দিতে হবে। মিলনান্তক বা বিয়োগান্তক নাটক রচনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেভাবে আগ্রহ প্রকাশ করে, ঠিক সেভাবে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে তাদের নাকগলাতে দেয়া হবে না। কারণ, আজ এরা যেসব বিষয় আলোচনা করতে চায় সেসব বিষয় সম্পর্কে এদের পূর্বপুরুষদের কোন চিন্তা শক্তিই ছিল না। গইমদের বিশ্বজোড়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, রাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী বিপুল জনতা অবাস্তব কল্পনা বিলাসী ও অবাঞ্ছিত নাগরিক সৃষ্টি করে মাত্র। আমরা অবশ্যই তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন সব মূলনীতি শামিল করবো যা প্রচলিত শিক্ষা নীতিকে সম্পূর্ণরূপে অচল করে দেবে। কিন্তু আমরা ক্ষমতা লাভ করার পর পাঠ্য তালিকা থেকে গোলযোগ সৃষ্টিকারী সকল বিষয় বাদ দিয়ে দেবো এবং যুবসমাজকে শাসন কর্তৃপক্ষের অনুগত সন্তান শ্রেণীতে পরিণত করবো। শান্তি শৃংখলার আশায় তারা শাসককে ভালোবাসবে এবং তাকে সমর্থনও করবে।

গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং প্রাচীন ইতিহাস পঠনের যাবতীয় প্রচলিত পন্থার মধ্যে ভালোর তুলনায় মন্দটাই বেশী। তাই পাঠ্য তালিকা থেকে এসব প্রাচীন কাহিনী বাদ দিয়ে আমরা ভবিষ্যতের কার্যসূচী পড়াবার ব্যবস্থা করবো। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর যেসব ঘটনা আমাদের জন্য অবাঞ্ছিত সেগুলোর স্মৃতি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে দেবো। শুধু গইম সরকারের ভুল-ভ্রান্তির ইতিহাস তাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত করে রাখার ব্যবস্থা করবো। বাস্তব কর্মজীবন সম্পর্কে চর্চা করা, প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি দায়িত্ব পালন, জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক, দুষ্কৃতির বিস্তার সাধনকারী স্বার্থপর ও অন্যায় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি ধরনের বিষয় আমাদের পাঠ্য তালিকার প্রথম সারিতে স্থান লাভ করবে।

তবে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর মান ও অবস্থা ভেদে এসব বিষয় তাদের শিক্ষা দেয়া হবে। কোনক্রমেই সকল শিক্ষার্থীদের একই ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে না। বিষয়টিকে এভাবে বিন্যস্ত করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

প্রতিটি জীবনের গন্তব্যস্থল ও লক্ষ্যের পার্থক্য অনুসারে নির্দিষ্ট সীমারেখা মোতাবিক তার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কখনও কখনও দু' একজন অতি প্রতিভাশালী ব্যক্তি অবশ্যই জীবনের এক অবস্থা ডিঙ্গিয়ে অপর অবস্থায় পৌঁছে যায়। তবু এ ধরনের দু' চারজন লোকের দরুন গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকে সকল ধরনের লোকের সাধারণ প্রবেশ ক্ষেত্রে পরিণত করা নির্বোধের কাজ। কেননা, এর ফলে জন্মগত অধিকারে যারা উচ্চ মর্যদার হকদার তাদের সে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে অবাঞ্ছিত লোকেরা তথায় পৌঁছে যাবে। গইম সমাজ এ ধরনের অবাস্তব পন্থা গ্রহণ করার ফলে তাদের যে দুর্দশা হয়েছে তা তোমাদের বিলক্ষণ জানা আছে। যিনি দেশ শাসন করেন, তাঁকে ক্ষমতার গদীতে মজবুত হয়ে বসতে হলে তাঁর পক্ষে সমগ্র জাতির নিকট হাট-বাজার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারা, কার্যকলাপ ও সদগুণাবলীর খবর পৌছানো অপরিহার্য।

আমরা জনশিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় আযাদী হরণ করবো। সকল বয়সের শিক্ষার্থীদেরই তাদের মাতা-পিতাদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে একত্রিত হবার অধিকার থাকবে ; যেভাবে কোন ক্লাবের সদস্যদের ক্লাবে যাবার অধিকার থাকে। ছুটির দিনগুলোতে সমবেত এসব শিক্ষার্থীদের সামনে আমাদের শিক্ষকগণ মানব জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক, দৃষ্টান্ত স্থাপনের বিধি, অবচেতন সম্পর্কের সীমিত রূপ এবং বিশ্বের নিকট এযাবত অপ্রকাশিত নয়া মতবাদের দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন। আমাদের নিজস্ব মতবাদ পর্যন্ত পৌছানোর পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সূত্র হিসেবে আমরা এসব বিষয় উত্থাপন করবো। আমাদের কার্যসূচীর বর্তমান

ও ভবিষ্যত রূপ ব্যাখ্যা করার পর এখন আমি তোমাদের এসব সূত্রের মূলনীতি সম্পর্কে বলবো।

এক কথায় আমরা শত শত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছি যে, মানুষ খেয়ালের বশে পরিচালিত হয় ও খেয়ালের নেশায়ই জীবনযাপন করে আর এসব খেয়াল মানুষের মন-মগজে শিক্ষার মাধ্যমেই বদ্ধমূল হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রময় পদ্ধতিতে আমরা মানুষের স্বাধীন চিন্তার শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষগুলোকে আমাদের কাজে প্রয়োগ করবো। আর এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সুদূর অতীত থেকে আমরা আমাদের ইপ্সিত মতবাদের দিকে মানব সমাজকে পরিচালনা করে আসছি। চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে আমরা ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা জারী করেছি। এটা করার উদ্দেশ্য হালো, গইম সমাজকে চিন্তাশক্তিহীন অনুগত পশুর স্তরে নামিয়ে আনা যেন তাদের চোখের সামনে কোন কিছু পেশ না করা পর্যন্ত তারা নিজস্ব চিন্তার সাহায্যে কোন ধারণাই পোষণ করতে না পারে। ফ্রান্সে আমাদের একজন উত্তম বুর্জোয়া এজেন্ট ইতিমধ্যেই উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাদানের একটি নয়া কর্মসূচী জনসমক্ষে প্রচার করে দিয়েছে।

আইন ব্যবসা, ধর্ম ও গুপ্তচর বৃত্তি

ওকালতি। গইম পৌরহিত্যের প্রভাব। বিবেকের আযাদী। পোপীয় আদালত (Papal Court)। পুরোহিত কুলপতিরূপে ইহুদী বাদশাহ। প্রচলিত গীর্জার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে। সমসাময়িক প্রেসের ভূমিকা। পুলিশের সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবী পুলিশ। গোয়েন্দাগিরি। ক্ষমতার অপব্যবহার।



ওকালতি পেশা মানুষকে নির্জীব, নিষ্ঠুর, নাছোড়বান্দা ও নীতি বিচ্যুত করে দেয়। তারা প্রতিটি ব্যাপারেই ব্যক্তিগত ভাল-মন্দের প্রশ্ন বাদ দিয়ে নিছক আইনগত দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করে। তাদের বদ্ধমূল অভ্যাস মুতাবিক তারা প্রতিটি বিষয়েই প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত মূল্য যাচাই করে এবং ফলাফল ও জনকল্যাণের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করে না। তারা যে কোন পক্ষ সমর্থন করতে কখনও অস্বীকার করে না। বরং আইনের সূক্ষ্মতম ফাঁক তালাশ করে বিচার শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং অভিযুক্তদের নির্দোষী সাব্যস্ত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করাই তাদের স্বভাব। এ জন্যই আমরা এ পেশাটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে সীমিত করে দেবো যেন ঐ নির্দিষ্ট গণ্ডিতেই তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। উকিলগণ বিচারকদের মতই মামলায় জড়িত পক্ষদ্বয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তারা আদালত গৃহেই মামলা গ্রহণ করবে এবং কাগজ-পত্র দেখে ও আদালত গৃহে মোয়াক্কেলদের পত্র দেখে প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করে পক্ষ সমর্থনের যুক্তি ঠিক করবে। মামলার আকার প্রকার নির্বিশেষে তাদের একটা পারিশ্রমিক দেয়া হবে।

এ ব্যবস্থা বিচারের সুবিধার্থে নিছক আইনগত বিষয়ে মতামত দান এবং বাদী পক্ষের কৌসুলীর উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দান পর্যন্ত উকিলদের তৎপরতা সীমিত করে দেবে। ফলে আদালতে উকিলদের ব্যবসাও সংকুচিত হয়ে আসবে। এভাবেই সততার ভিত্তিতে বিদ্বেষভাব বর্জিত ওকালতির একটা নয়া পথ বের হয়ে আসবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এখানে কাজ করবে না বরং ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ডেই পক্ষ সমর্থন করা হবে। এ ব্যবস্থা উকিলদের ষড়যন্ত্রমূলক পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে অধিক অর্থ প্রদানকারীর স্বপক্ষে আদালতের রায় হাসিল করার দুর্নীতিমূলক রীতি উচ্ছেদ করে দেবে।

গইম ধর্মগুরুদের বদনাম করে ধরা পৃষ্ঠে তাদের মতবাদকে অচল করে দেয়ার জন্য আমরা প্রাচীনকাল থেকেই চেষ্টা করে আসছি। নতুবা তারা

আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারতো। এখন অবস্থা এই যে, পৃথিবীর মানব সমাজে ধর্ম নেতা ও পুরোহিতদের প্রভাব প্রতিদিনই কমে আসছে। সর্বত্রই স্বাধীন চিন্তাধারার দাবী উঠেছে। তাই মাত্র কয়েক বছর পরই খৃষ্টানদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে। আর অন্যান্য ধর্মগুলোকে নিস্তনাবুদ করা আমাদের জন্য আরও সহজ হবে। তবে এ বিষয়ে এক্ষণি কিছু বলা সময়োচিত হবে না। ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের কর্মক্ষেত্রকে আমরা এমন সংকীর্ণ করে দেবো যে, তাদের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পেতেই থাকবে।

পোপীয় আদালতকে উচ্ছেদ করার সময় যখন আসবে তখন একটি অদৃশ্য হাত পৃথিবীর জাতিগুলোকে আঙ্গুলের ইশারায় এ আদালতটি দেখিয়ে দেবে। আর সাথে সাথে সে জাতিগুলো এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা তখন রক্ষাকর্তার ছদ্মবেশে এগিয়ে আসবো।

মানুষ মনে করবে অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করার জন্যই আমরা এগিয়ে এসেছি। এতে লাভ হবে এই যে, আমরা বিশ্বস্ততার সুযোগে এদের পাকস্থলীর ভেতরে ঢুকে পড়বো এবং পাকস্থলীর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে দেয়ার পর বের হয়ে আসবো—তার আগে নয়। ইহুদী বাদশাহই প্রকৃত পোপ এবং আন্তর্জাতিক গীর্জার পুরোহিত কুলপতি হবেন।

কিন্তু এদিকে গতানুগতিক ধার্মিকতা সম্পর্কে আমরা নব্য সমাজকে শিক্ষাদান করবো এবং পরবর্তীকালে তাদের ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করবো। এ কাজ সাফল্যজনকভাবে করতে হলে আমরা কখনও প্রতিষ্ঠিত কোন গীর্জার উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করবো না। বরং আমরা ধর্ম ও গীর্জার বিরুদ্ধে সমালোচনার একটা অভিযান পরিচালনা করে নব্য সমাজকে ধর্ম ও গীর্জার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন করে তুলবো। তারপর আমাদের সংবাদপত্রগুলো সাধারণভাবে রাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যকলাপ, ধর্ম, গইমদের অযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচনা চালিয়ে যাবে। আর এসব সমালোচনা এমন কায়দায় চালানো হবে, যার ফলে গইমদের মর্যাদা দিন দিন খাটো হতেই থাকবে। এসব কাজ সুপরিকল্পিতভাবে করা একমাত্র আমাদের জাতির পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের ধর্মরাজ্য বিষ্ণুদেবের ঐশ্বরিক রাজ্যেরই নমুনা পেশ করবে। এ রাষ্ট্রের একশ'টি হাতের প্রতিটিতে সমাজযন্ত্রের এক একটি সূত্র থাকবে। আমরা সরকারী পুলিশ বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই সকল বিষয় অবলোকন করতে পারবো। আর আমরা গইম রাষ্ট্রে পুলিশদের যেসব কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছি তার ফলে গয় শাসকগণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে সরাসরি কোন তথ্য অবগত হতে পারবে না।

আমাদের কার্যসূচী মুতাবিক রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী অবশিষ্ট লোকদের তৎপরতা ও কার্যকলাপের উপর নজর রাখবে এবং রাষ্ট্রের খাতিরে

স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়েই তারা এ কাজ করবে। সে সময় গুপ্তচরবৃত্তি লজ্জার বিষয় বলে বিবেচিত হবে না বরং এ কাজ যারা করবে তারা কৃতিত্বের অধিকারী বলে সম্মানিত হবে। ভিত্তিহীন দোষারোপের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও করা হবে যেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করার প্রবণতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আমরা উচ্চ ও নিম্ন সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকেই আমাদের এজেন্ট বাছাই করে নেবো। এদের মধ্যে শাসন বিভাগের লোক থাকবে যারা আমোদ-ফূর্তিতে দিন কাটায়, সংবাদ পত্র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, কেরানী, দোকানদার শ্রমিক, কোচম্যান (Coachman) ইত্যাদি সকল ধরনের লোকই আমাদের এজেন্ট বাহিনীতে সামিল থাকবে। আর এ বিরাট বাহিনীটি সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বহীন থাকবে। স্বীয় ক্ষমতা বলে এ দলের এজেন্টগণ কারো বিরুদ্ধে কোন কিছু করার অধিকারী হবে না। এটাকে কর্তৃত্ব বিহীন পুলিশ বাহিনী বলা যায়। এদের কাজ হবে দেখা এবং যথাস্থানে রিপোর্ট (Report) পৌঁছিয়ে দেয়া।

রিপোর্টের সত্যতা যাঁচাই ও দোষীকে গ্রেফতার করার দায়িত্ব পুলিশ বিভাগ নিয়ন্ত্রণকারী একটি ক্ষুদ্র দলের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রেফতারের কাজটি সম্পন্ন করবে সশস্ত্র পুলিশ অথবা মিউনিসিপ্যালিটির পুলিশ। যদি রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের জনগণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু দেখার পর এজেন্টদের কেউ রিপোর্ট গোপন করে তাহলে এ জন্যও তাকে দায়ী করা হবে এবং দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি দান করা হবে।

বর্তমানে আমাদের সম্প্রদায়ের সকলেই নিজ নিজ পরিবারের ধর্মদ্রোহীদের সম্পর্কে 'কাবাল'-এ (Kabal)* নিজেরাও রিপোর্ট দিয়ে থাকে। এমনকি 'কাবাল'-এর বিরুদ্ধে পরিবারের কোন সদস্যকেও কোন কিছু করতে দেখা গেলে এর রিপোর্ট যথাস্থানে দেয়া হয়। আমাদের রাজ্য স্থাপিত হলে এভাবেই সারা দুনিয়া আমাদের সকল প্রজাদের উপর পরস্পরের কার্যকলাপ দেখা এবং জরুরী বিষয়ে যথাস্থানে রিপোর্ট দেয়ার দায়িত্ব চাপানো হবে।

এ ধরনের একটি সংস্থা কায়েম করার ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার, অযথা বলপ্রয়োগ, ঘুষ-রিশওয়াত ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে।

বর্তমান সময়ে অবশ্য আমাদেরই অতি মানবীয় দক্ষতার ফলে গইম সমাজে এসব দুর্নীতি জারী রয়েছে .... এ ছাড়া গইমদের প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ও বিশৃংখলাকে পুনরায় দুরস্ত করা এবং আমাদের রাজ্যকে গইম সমাজে প্রচলিত যাবতীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য এজেন্ট বাহিনী অত্যন্ত জরুরী গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

---

* কাবাল (Kabal) ঃ ইহুদীদের গুপ্ত প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

[আঠার]

রক্ষা ব্যবস্থার গুপ্ত রহস্য

গুপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ভেতর থেকে ষড়যন্ত্র পর্যবেক্ষণ। ইহুদী বাদশাহর গুপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষের অলৌকিক সম্মান। প্রথম সন্দেহে গ্রেফতারী।



গুপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটিকে আরও মজবুত করার দরকার বোধ হলে (কর্তৃপক্ষের জন্য যা নাকি মারাত্মক বিষ স্বরূপ) আমরা একটা কপটতামূলক বিশৃংখলা সৃষ্টি করবো অথবা অসন্তুষ্টি জ্ঞাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করবো। এগুলো করার জন্য কিছু সংখ্যক ভাল বক্তার সহযোগিতা হাসিল করা হবে। বক্তাদের চারদিকে ঐসব লোক জমায়েত হবে যারা বক্তৃতায় পেশকৃত বিষয়গুলো সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। এ অবস্থা সৃষ্টি হলে গইম পুলিশের মধ্যে আমাদের যেসব এজেন্ট রয়েছে তাদের সক্রিয় তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ করার একটা বাহানা পাওয়া যাবে ....।

ষড়যন্ত্রকারীদের বেশীর ভাগই নিছক সখের বশে একাজ করে।

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যভাবে আমাদের জন্য ক্ষতিকারক কোন কিছু করে না বসে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের গায়ে হাত তুলবো না। শুধুমাত্র এদের প্রতি নজর রাখতে পর্যবেক্ষকদের ইঙ্গিত করবো। মনে রাখতে হবে যে, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে কর্তৃত্বের মর্যাদা কমে যায়। এ ধরনের ঘটনার বার বার পুনরাবৃত্তি হলে কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা অথবা যুলুম-নিস্পেষণের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তোমরা জান যে, গয় রাজাদের মর্যাদা কমানোর জন্য আমরা এই পন্থাই গ্রহণ করেছিলাম। আমাদেরই এজেন্টদের দ্বারা বার বার এসব রাজ-রাজাদের জীবন নাশের চেষ্টা করিয়েছি। অন্ধ ভেড়ার দলকে দু' চারটি স্তোক বাক্যে যে কোন মারাত্মক ধরনের অপরাধের জন্যও প্রস্তুত করা যায়। শুধু অপরাধটিকে রাজনৈতিক রঙ্গে রঞ্জিত করে দিতে হয়।

বর্তমান শাসকদের গুপ্ত রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে আমরা তাদের দুর্বলতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছি এবং এ পথেই আমরা তাদের শাসন ব্যবস্থা খতম করে দেবো।

আমাদের শাসককে গুপ্তভাবে খুবই সাধারণ ধরনের পাহারায় হেফাজত করা হবে। কেননা, আমরা এটা স্বীকার করবো না যে, আমাদের শাসকের

বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ হতে পারে অথবা যদিও হয় তবে তিনি তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম। আর তাঁর আত্মগোপন করে থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও আমরা স্বীকার করবো না।

গইমদের মত আমরাও যদি এ ধরনের দুর্বলতার প্রশ্রয় দেই তাহলে আমরা নিজেরা নিজেদের মৃত্যুদণ্ডের পথ খোলাসা করবো। হয়ত বা যিনি শাসক, তিনি এ ভুল করার পরও দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু ঐ অবস্থায় তার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী বংশধরকে অনিবার্যরূপে ঐ পরিণতির মুকাবিলা করতে হবে।

আমাদের শাসনব্যবস্থার যে বাহ্যিক রূপটি অতি সযত্নে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আমাদের শাসক তার নিজের বা বংশের কল্যাণের খাতিরে কোন কিছুই করবেন না। যা যা করবেন সবই জাতির জন্য। এ জন্যই তাঁর শাসন কর্তৃত্ব সর্বত্র সমাদৃত হবে এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর হেফাজত করবে এবং তাঁর নিরাপত্তা জনগণের কল্যাণ ও তরক্কীর জন্য জরুরী বিবেচিত হবে।

প্রকাশ্য রক্ষা ব্যবস্থা শাসকের দুর্বলতাই প্রকাশ করে।

আমাদের শাসক সর্বদাই একদল লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবেন। বাহ্যত এদেরকে কৌতুহলী নর-নারী বলে মনে হবে। তারা সম্মুখ দিকে অবস্থান করে পেছনের লোকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বাহ্যদৃষ্টিতে এদের সকলকেই আকস্মিক এবং অপরিকল্পিত মনে হবে। এর ফলে অপরাপর লোকদের মধ্যে সংযত হয়ে চলার অভ্যাস হবে। যদি কোন আবেদনকারী শাসকের হাতে কোন দরখাস্ত দিতে চায় প্রথম সারির লোকগুলোই দরখাস্তটি গ্রহণ করবে এবং আবেদনকারীর চোখের সামনেই তা শাসনকর্তার হাতে তুলে দেবে। জনসাধারণ বুঝতে পারবে যে, তাদের দরখাস্ত শাসনকর্তার হাতে পৌঁছে গেছে—আর প্রথম সারির লোকগুলো শৃংখলা রক্ষাকারী মাত্র। শাসন ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার দরকার যাতে জনগণ বিভিন্ন সময়ে বলে, "রাজা যদি এ বিষয়টি জানতে পারতেন।" অথবা "রাজা এটা শুনবেন।"

সরকারী পর্যায়ে গুপ্ত রক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর কর্তৃপক্ষের অলৌকিক মর্যাদার ধারণা দূরীভূত হয়। বিদ্রোহের সূত্রপাতকারী তার শক্তি সম্পর্কে সজাগ থাকে এবং সুযোগ আসা মাত্রই শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সর্বদা ওঁৎ পেতে বসে থাকে ....।

গইমদের জন্য আমরা ভিন্ন ধরনের নীতি প্রচার করে থাকি। কিন্তু প্রকাশ্য রক্ষা ব্যবস্থার ফলে তারা কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা আমরা পরিষ্কার

দেখতে পাচ্ছি। যেসব অপরাধী ব্যক্তি বর্তমানে আমাদের স্বপক্ষে কাজ করছে তাদের সর্বপ্রথমেই গুরুতর ধরনের সন্দেহে গ্রেফতার করা হবে। সন্দেহবশত গ্রেফতারীতে কিছু ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এ ভুলের আশংকায় রাজনৈতিক অপরাধীদের অব্যাহতি লাভের সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। এসব বিষয়ে আমরা নির্মম ব্যবহার করবো। সাধারণ অপরাধজনিত কোন বিষয়ে অপরাধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব বিষয় গভর্নমেন্ট ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কিছুই বুঝা সম্ভব নয় সেসব বিষয় নিয়ে হৈচৈ সৃষ্টিকারীদের কিছুতেই মাফ করা হবে না ... আর সকল গভর্নমেন্ট কৌশলে কাজ করার কায়দাও জানে না।

[ঊনিশ]

রাজনীতিকদের হয়রানী

আবেদন ও প্রকল্প পেশ করার অধিকার। বিদ্রোহ। রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগ। রাজনৈতিক অপরাধের প্রচারণা।



যদিও আমরা রাজনৈতিক বিষয়াবলীতে সকলের অবাধে নাক গলানো বরদাশত করবো না তথাপি আমরা রিপোর্ট, আবেদন ও প্রস্তাবাদি পেশ করার জন্য সকলকে উৎসাহ দেব। আমরা তাদের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করবো যে, জনগণের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট, আবেদন ও প্রস্তাবাদি আমাদের নিকট পেশ করলে আমরা তা যাচাই করে দেশের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হবো। এসব আবেদন ও প্রস্তাবাদির মাধ্যমে আমরা আমাদের দুর্বলতা ও জনগণের মনোভাব বুঝতে পারবো। তারপর এর দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে নতুবা জোড়াল ভাষায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে এদের জবাবদান করতে পারবো।

মানুষের কোলে শায়িত কুকুরের পক্ষে হাতীর উদ্দেশ্যে ঘেউ ঘেউ করা যেমন অর্থহীন, আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানী দানও ঠিক তেমনি। জনগণের সমর্থনপুষ্ট একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানীদাতা নিজের ও সরকারের ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ। ঠিক যেভাবে কুকুর হাতীর ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই সুযোগ সুবিধামত উভয়েরই গুরুত্ব ও শক্তি জানাজানি হয়ে গেলে কুকুর হাতী দেখা মাত্রই ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলবে। ঘেউ ঘেউ করার সাহস আর তার থাকবে না।

রাজনৈতিক অপরাধীদের বীরত্বজনিত সুনাম নষ্ট করার জন্য আমরা তাদের চুরি, হত্যা, খুন-জখম ইত্যাদি ধরনের অভিযোগের বিচার করবো। ফলে, জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এবং সাধারণ চোর-ডাকাতদের মতই রাজনৈতিক অপরাধীদের ঘৃণা করবে।

গইম সমাজ যেন বিদ্রোহের মুকাবিলা করতে সক্ষম না হয় ; সে জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এবং আশা করি এ চেষ্টা সফলও হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই পরোক্ষভাবে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমে আর সুচতুরভাবে সাজানো স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের ভেতর দিয়ে আমরা প্রচার করে দিয়েছি যে, বিদ্রোহকে উৎসাহদানকারীরাই সাধারণ মানুষের কল্যাণের নামে মরণের পথ বাছাই করে নিয়েছে। এ প্রচারণার ফলে উদারতাবাদীদের সংখ্যা বেড়েছে এবং আরও হাজার হাজার গইম আমাদের গৃহপালিত পশু শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে।

অর্থনৈতিক চালবাজী

অর্থনৈতিক কার্যসূচী। প্রগতিশীল কর। হিসাবের পদ্ধতি। স্বর্ণ মান। কর্মরত জনশক্তির মান। বাজেট। রাষ্ট্রীয় ঋণ।



আজ আমরা অর্থনৈতিক কার্যসূচী সম্পর্কে আলোচনা করবো। এটা আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী শীর্ষস্থানীয় এবং অত্যন্ত কঠিন বিষয় বিধায় এটাকে আমি আলোচনার শেষের দিকে উত্থাপন করছি। এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেব যে, ইতিপূর্বে আভাসদান প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করেছি, আমাদের তৎপরতার ফলাফল অংকের হিসেবেই স্থিরীকৃত হবে।

আমাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর আমাদের স্বৈরতান্ত্রিক সরকার আত্মসংরক্ষণের খাতিরেই জনগণকে করভারে জর্জরিত করার নির্বুদ্ধিতা পরিহার করবে। কেননা এ সরকার পিতা ও রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু যেহেতু রাষ্ট্র সংগঠন খুবই ব্যয় সাপেক্ষ, সে জন্য এর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই এ সরকারকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে এ বিষয়ে ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের শাসন ব্যবস্থার শাসনকর্তা আইন সংগতভাবেই বিশ্বাস করবেন যে, রাজ্যের সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন। আর বিশ্বাসকে ইচ্ছা করলেই বাস্তবায়িত করা যায়। তাই আমাদের শাসন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের সর্বত্র সম্পদের আবর্তনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকারের অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেয়া হবে। এরপর সম্পদের উপর প্রগতিশীল পন্থায় কর ধার্য করার নীতি অবলম্বন করা হবে। এ পন্থায় সম্পদের মোট মূল্যের একটা শতকরা অংশ কর হিসেবে নির্ধারণ করা হবে এবং এর ফলে করদাতাকে অতিরিক্ত করভারে জর্জরিত হতে হবে না এবং তাদের সম্পত্তি বিনষ্টও হবে না। ধনীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তাদের বিপুল সম্পদ থেকে কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়া জরুরী। বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের অবশিষ্ট সম্পদে তাদের নিরাপদ মালিকানার নিশ্চয়তা দান করবে এবং সদুপায়ে সম্পদ উপার্জন করার পথও তাদের জন্য অবারিত থেকে যাবে।

সমাজ পুনর্গঠন সম্পর্কিত কাজের সূচনা উপর থেকেই হতে হবে। আর এখনি এ কাজের জন্য উপযুক্ত সময় এবং শান্তির জামানত হিসেবে এটা অপরিহার্য।

গরীব প্রজাদের উপর ধার্যকৃত কর বিপ্লবের বীজ স্বরূপ এবং এটাই রাষ্ট্র স্বার্থের বিপরীত তৎপরতার প্রেরণা সৃষ্টি করে। কর ধার্যকারী রাষ্ট্র এ জন্যই তিলের স্বার্থে তাল হারায়। এ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিপতিদের উপর কর ধার্য করণ। এতে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে না। বর্তমানে অবশ্য গইম রাষ্ট্রকে বরবাদ করার উদ্দেশ্যে আমরা পুঁজিবাদীদেরই স্বপক্ষে রয়েছি।

মোট সম্পদের মূল্যের উপর শতকরা আনুপাতিক হারে কর ধার্য করার ফলে রাষ্ট্রের আয় ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর ধার্যকৃত করের তুলনায় অনেক বেশী হবে। অবশ্য কর ধার্য করার বর্তমান নীতি আমাদের জন্য সুবিধাজনক। আমরা এটাকে সম্বল করেই জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করার সুযোগ পাচ্ছি।

আমাদের বাদশাহর শাসন ব্যবস্থা স্থিতীশীল করার জন্য সর্বত্র ভারসাম্য স্থাপন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত জরুরী। আর এ দু'টো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যই পুঁজিপতিদের সম্পদ থেকে একটা মোটা অংশ রাষ্ট্রযন্ত্রের নিরাপদ পরিচালনার কাজে ব্যয়িত হওয়া অপরিহার্য। রাষ্ট্রের প্রয়োজন শুধু তারাই পূরণ করবে যাদের জন্য এটা বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে না।

এতে ধনীদের প্রতি দরিদ্রের যে ঘৃণা রয়েছে তাও দূর হয়ে যাবে। কারণ, তারা দেখতে পাবে যে, ধনী ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করছে এবং সামাজিক শান্তি বহাল রাখার চেষ্টা তদবির করছে।

শিক্ষিতকরদাতাগণ যেন নয়া কর প্রদানের দরুন ক্লেশবোধ না করে সে জন্য সংগৃহীত করের ব্যয় খাত সম্পর্কে তাদের জানিয়ে দিতে হবে। অবশ্য সিংহাসন ও শাসনতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর খরচ সম্পর্কিত তথ্যাবলী জানানো হবে না।

শাসনকর্তার কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। কেননা, রাষ্ট্রপ্রধান দেশের সকলেরই পিতৃতুল্য এবং এ জন্যই সকলের সম্পদই তাঁর সম্পদ। অন্যথায় পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা একত্রিত করার চেষ্টা হবে। সকলের সম্পদে যার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে তার নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে কিছু থাকা অসম্ভব। আবার ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক হয়ে সকলের সম্পদে অধিকার প্রাপ্তিও অসঙ্গত।

শাসনকর্তার আত্মীয়-স্বজন এবং সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রতিপালন করা হবে। কিন্তু তাদের হয় অন্যান্য কর্মচারীদের মত কাজ করতে হবে। অথবা সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। রাজত্বের গৌরবে তাদের জন্য রাজকোষের অর্থ অকারণে অপচয় করা চলবে না।

সম্পত্তি ক্রয়, অর্থ প্রাপ্তি অথবা উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবার জন্য ষ্ট্যাম্প কর দিতে হবে। যদি ষ্ট্যাম্প ট্যাক্স ছাড়া অর্থ বা কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় তবে তা ধরা পড়ার পর সম্পদের পূর্ববর্তী মালিককে উক্ত কর সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। হস্তান্তরের দিন থেকে শুরু করে ধরা পড়ার দিন পর্যন্ত সুদ হিসেব করা হবে। সম্পদ হস্তান্তরের দলিল প্রতি সপ্তাহেই ট্রেজারী অফিসে পেশ করতে হবে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি উল্লেখ করে একটি নোটিশ দিতে হবে। নাম রেজিষ্ট্রীসহ এ হস্তান্তর ক্রয় ও বিক্রয় বাবদ প্রয়োজনীয় খরচের চেয়ে বেশী পরিমাণ একটি সুনির্দিষ্ট অংক থেকে কার্যকরী হবে এবং উক্ত অংক সম্পত্তির মোট মূল্যের উপর শতকরা হারে নির্ধারিত হবে। আর ষ্ট্যাম্পের মাধ্যমে এটা পরিশোধ করতে হবে।

এ ধরনের কর কতগুণ আদায় হলে পর গইম রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের সমপরিমাণ হবে তা হিসেব করে দেখতো।

সরকারী রাজস্ব বিভাগে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সর্বদা সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষিত পরিমাণের অতিরিক্ত যে অর্থ সংগৃহীত হবে তা আবর্তনের জন্য বাজারে ছেড়ে দেয়া হবে। আর এ অর্থ দ্বারাই জনকল্যাণমূলক কাজের প্রোগ্রাম তৈরী হবে। রাষ্ট্র পরিচালকদের পক্ষ থেকে জনহিতকর কাজের সূচনা হলে মেহনতি মানুষ রাষ্ট্র এবং এর পরিচালকদের সাথে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়বে। এ তহবিল থেকেই একটা অংশ নূতন কিছু আবিষ্কার করার এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বরাদ্দ করা হবে।

কোন কারণেই নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত কোন অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে রাখা চলবে না। কেননা, আবর্তনের জন্যেই অর্থের প্রয়োজন। অর্থ অকেজো অবস্থায় জমা হয়ে থাকার ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ধ্বংসাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের তৈল। তৈলের অভাবে যেমন মেশিন অচল, তেমনি অর্থের আবর্তন বন্ধ হলে রাষ্ট্রযন্ত্র বিকল। নগদ মুদ্রা বিনিময়ের স্থলে সুদভিত্তিক কাগজী আদান-প্রদান অর্থের আবর্তন বন্ধ করে দিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এর অনেক কুফল প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা হিসাবপত্রেরও একটা নয়া দফতর খুলে দেবো। আমাদের শাসনকর্তা এ দফতরে যে কোন সময় যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা

করে দেখতে পারবেন। তবে চলতি মাসের হিসেব এর মধ্যে থাকবে না —কেননা, মাসটি এখনও শেষ হয়নি। আর এর পূর্ব মাসের হিসেবও থাকবে না, কারণ হিসাব-পত্র তখনও দফতরে পৌঁছেনি।

রাষ্ট্র তহবিল থেকে অর্থ অপহরণ করার ব্যাপারে যার কোনই লোভ থাকতে পারে না, তিনিই হবেন মালিক বা শাসনকর্তা। তাই তাঁর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে সম্পদের অপচয় ও অপহরণ বন্ধ হতে বাধ্য। বিভিন্ন ধরনের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান করার দরুন রাষ্ট্র প্রধানের অনেক সময় অহেতুক নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য আমরা এসব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবো যেন শাসনকর্তা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য বেশী সময় নিয়োগ করতে পারেন।

তাঁর শাসন ক্ষমতা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এমন সব লোকদের হাতে তুলে দেয়া হবে না, যারা জাঁক-জমক দেখবার উদ্দেশ্যে শাহী তখ্‌তের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবং নিজেদের স্বার্থের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

মুদ্রার আবর্তন বন্ধ করে দিয়েই আমরা গইমদের রাজ্যে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছি। বিপুল পরিমাণ পুঁজি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তুলে নিয়ে পুঞ্জীভূত করে রাখা হয়েছে এবং রাষ্ট্র পুনঃপুনঃ এ পঞ্জীভূত অর্থ থেকে ঋণ গ্রহণের আবেদন করতে বাধ্য হচ্ছে। এসব ঋণ সুদের ভারে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বোঝা সৃষ্টি করেছে এবং দেশের জনগণকে পুঁজির কেনা-গোলামে পরিণত করেছে। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প মালিকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শিল্প কারখানা বড় বড় পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়ার ফলে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের সকল রক্ত পুঁজিপতিদের হাতে চলে গিয়েছে।

বর্তমানে যে হারে মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয় তা কিছুতেই মাথা পিছু প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না এবং এ জন্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজন অপূরণ থাকতে বাধ্য। অর্থ ইস্যুর (Issue) পরিমাণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হওয়া দরকার এবং শিশুদেরও সম্পদ ব্যবহারকারী হিসেবে গণনা করে তদনুসারে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। তাই বাজারে অর্থ ছাড়ার দুনিয়া ব্যাপী বর্তমান নীতি পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরী।

তোমরা অবগত আছো যে, স্বর্ণকে আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত করার নীতি রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কেননা, আমরা বাজার থেকে স্বর্ণ উধাও করে দিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছি যে, অবশিষ্ট স্বর্ণ সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

গইমদের অর্থনৈতিক সংস্থা ও পরিকল্পনার যে যে অংশ আমরা পরিবর্তন করবো সেগুলোর উপর এমন চাকচিক্যময় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে দেবো যে,

কেউ ঘুণাক্ষরেও তা বুঝতে পারবে না। গইম সমাজ যেসব বিশৃংখলা ও অনিয়মতান্ত্রিকতার দরুন দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলো আমরা উল্লেখ করছি। তাদের প্রথম বিশৃংখলা হচ্ছে, রাষ্ট্রের বাজেট। গয়রাষ্ট্র বছরের পর বছর একই ধরনের বাজেট প্রণয়ন করে। কিন্তু নিম্ন কারণে তার কলেবর ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে ঃ প্রণীত বাজেটে গয়ষ্টেট মাত্র ছয় মাসকাল টানাটানি করে কাজ চালায়। তারপর তারা অপর একটি বাজেট প্রণয়ন করে। এর দ্বারাও তিন মাস চলে। পুনরায় একটি অতিরিক্ত বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এভাবে পূর্ব প্রণীত বাজেট সম্পূর্ণরূপে অকেজো প্রমাণিত হয়। পরবর্তী বছর পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ খরচ বাড়িয়ে বাজেট তৈরী করা হয়। কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। এভাবে দশ বছর সময়ের মধ্যে গয় রাষ্ট্রের বাজেট তিনগুণ বড় হয়ে যায়। গয় রাষ্ট্রের পরিচালকদের এ অসতর্কতার দরুন তাদের অর্থভাণ্ডার আজ শূন্য। গৃহীত ঋণ শোধ করার তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ঋণ তাদের মূলধন গ্রাস করে চলেছে। আর এভাবে গয় রাষ্ট্র দেউলিয়ার পর্যায়ে নেমে এসেছে।

তোমরা ভালভাবেই বুঝতে পারছ, আমাদের প্ররোচনায়ই গইম রাষ্ট্র এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমাদের রাষ্ট্রে কখনও এ দেউলিয়া অর্থনীতি প্রশ্রয় লাভ করবে না।

ঋণ করার অর্থই হচ্ছে দুর্বলতা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কিত জনগণের অভাব। ডেমোকোলের[1] তরবারীর মতই শাসকদের মাথার উপর ঋণের বোঝা ঝুলতে থাকে। শাসনকর্তা অস্থায়ী করের মাধ্যমে অল্প অল্প পরিমাণ ঋণ শোধ করার পরিবর্তে প্রসারিত হাতে আমাদের ব্যাংক মালিকদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থী হয়। এবং বিদেশী ঋণ জোঁকের মত রাষ্ট্র দেহে বসে গইমদের রক্ত শোষণ করে যায়। যতক্ষণ না এ জোঁক নিজে নিজেই সরে যায়, কিংবা রাষ্ট্র একে টেনে জোর করে দেহ থেকে আলাদা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত জোঁকের শোষণ থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

গয় রাষ্ট্রগুলো কখনও এ জোঁককে দেহ থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। বরং তারা দেহের উপর আরও জোঁক বসাতে থাকে। তাই তাদের স্বেচ্ছায় রক্ত দানের এ পন্থা গয় রাষ্ট্রকে মরণের পথে ঠেলে নিয়ে যায়।

ঋণ প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্তু ? বিশেষ করে বিদেশী ঋণ ? ঋণ হচ্ছে একটা বিনিময় সংক্রান্ত বিল। এ বিলে আসল অর্থের পরিমাণের উপর আনুপাতিক হারে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা থাকে। যদি সুদের হার ৫% হয় তাহলে ঋণ গ্রহণকারী রাষ্ট্র ২০ বছর সময়ে নিরর্থক আসল ঋণের সমান

১. গ্রীক দেবতা।

পরিমাণ টাকা সুদ হিসাবে দিতে বাধ্য হয়। ৪০ বছরে দ্বিগুণ এবং ৬০ বছরে তিনগুণ সুদ পরিশোধ করা হয় অথচ আসল ঋণের অংক তখনও বহাল থাকে।

এ হিসেব থেকে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র বিদেশী ঋণ গ্রহণ করার পর ঋণদাতাদের দেনা পরিশোধ করতে গিয়ে দেশের দরিদ্র করদাতাদের কষ্টার্জিত মুদ্রার প্রতিটি পয়সা বিদেশী পুঁজিপতিদের কোষাগারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এমনকি করদাতাদের দেয়া অর্থ তাদের কল্যাণে দেশের অভ্যন্তরে খরচ করাও সম্ভব হচ্ছে না।

যতদিন ঋণ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন গইমেরা অর্থকে দরিদ্রের পকেট থেকে বের করে নিয়ে এসে ধনীদের পকেট ভর্তি করেছে মাত্র ; কিন্তু আমরা যখন ঋণ গ্রহণের ব্যাপারটিকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে বর্হিজগতের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম তখন থেকেই গইম রাষ্ট্রের সম্পদ নদীস্রোতের মত বয়ে এসে আমাদের তহবিল ফাঁপিয়ে দিচ্ছে।

গয় রাজাদের রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত ভাসা ভাসা জ্ঞান, তাদের মন্ত্রীদের দুর্নীতিপরায়ণতা এবং শাসনকার্যে নিয়োজিত অন্যান্যদের অর্থনীতি সংক্রান্ত অজ্ঞতা গয়দেশগুলোকে আমাদের এত বিপুল পরিমাণে ঋণী করে দিয়েছে যে, কখনও তারা তা শোধ করতে পারবে না। তাদের এ অবস্থায় পৌছানোর জন্যে আমাদের যথেষ্ট অর্থও বিনিয়োগ করতে হয়েছে।

আমরা কখনও অর্থ-সম্পদের আবর্তন বন্ধ করে পুঞ্জীভূত করা বরদাশত করবো না। এ জন্যই রাষ্ট্র কর্তৃক কোন সুদী কাগজ জারী করা হবে না। তবে শতকরা মাত্র একের হারে কিছু কাগজ চলতে পারবে। এ পদক্ষেপের ফলে রক্ত পিপাসু জোঁক রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি শোষণ করে নেয়ার সুযোগ পাবে না। সুদী কাগজ জারী করার অধিকার একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া হবে। কারণ, লাভের অংক থেকে সুদ পরিশোধ করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। অপর দিকে রাষ্ট্র কখনও ঋণ গ্রহণ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মত সুদ আদায় করতে পারে না। কেননা, রাষ্ট্র নিজের কাজে খরচ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে—ব্যবসা করার জন্য নয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাগজ (ঋণপত্র) গভর্নমেন্টও খরিদ করবে এবং ঋণ গ্রহণ করার পরিবর্তে ঋণদান করবে। আর এর ফলে অর্থের এক স্থানে পুঞ্জীভূত থাকা বন্ধ হবে এবং পরজীবী মুনাফাখোরী ও অলসতা দূর হয়ে যাবে। অবশ্য গইম সমাজ যতদিন স্বাধীন ছিল ততদিন তাদের মধ্যে এসব দোষ থাকা আমাদেরই জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু আমাদের শাসন ব্যবস্থায় এসব দোষ কিছুতেই প্রশ্রয় পাবে না।

গইমদের পশু সদৃশ্য মগজ চিন্তাশক্তির দিক থেকে কি পরিমাণ অনুন্নত তা তাদের ঋণ গ্রহণ নীতি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। এরা আমাদের নিকট থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করার সময় একবার চিন্তা করেও দেখে না যে, ঋণের সবটুকু টাকা এবং এর সুদ স্বরূপ আরও অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা তাদেরই পকেট থেকে বের করে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। অথচ যাদের পকেট থেকে আসল টাকা ও সুদ বের করে নিয়ে এসে আমাদের শোধ করবে—তাদেরই পকেট থেকে ঋণ গ্রহণ করা কি তাদের জন্য সহজতর ছিল না?

আসল কথা হচ্ছে, খোদার মনোনীত জাতি হিসেবে আমরা যে প্রতিভাশালী এটা তারই প্রমাণ। ঋণের ব্যাপারটিকে আমরা তাদের কাছে এত হাল্কাভাবে পেশ করেছি যে, তারা ঋণ গ্রহণ করাটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছে।

সময় যখন আসবে, তখন গয় রাষ্ট্রগুলোতে শত শত বছর ধরে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে নানাবিধ কাজ করে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার হিসেব প্রকাশ করবো। এ হিসেব এক নজরে আমাদের প্রবর্তিত নূতন ব্যবস্থার স্পষ্টরূপ ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অতি দক্ষতার সঙ্গে গয় রাষ্ট্রে আমরা যা যা করে এসেছি—এ হিসেব প্রকাশ করার পর সেসব তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমরা নিজেদের রাজ্যে এসব করতেও চাই না।

আমাদের হিসেব রক্ষার ব্যবস্থা এত পাকাপোক্ত হবে যে, শাসনকর্তা অথবা নগণ্য কোন সরকারী কর্মচারী রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ক্ষুদ্রতম অংকের পরিমাণ টাকাও তছরূপ বা নির্দিষ্ট খাত পরিবর্তন করে অন্য খাতে ব্যয় করতে পারবে না। এরূপ করতে গেলে তা ধরা পড়ে যাবে। কেননা, সবকিছুই পূর্বাহ্নে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

আর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব। চলার পথ নির্দিষ্ট না করে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ না করে যাত্রা শুরু করলে, মহাবীর ও উপদেবতাগণ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়।

এক কালে যে গয় শাসকদের আমরা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতাম, রাষ্ট্রীয় মেহমানদের অভ্যর্থনা, আদব-কায়দা প্রতিপালন, খানাপিনার উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যস্ত রেখে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে আমরা তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছি এবং পর্দার অন্তরালে আমরা আমাদেরই শাসন চালিয়েছি। রাষ্ট্রীয় হিসাবপত্র রক্ষার জিম্মাদার আমলাগণের পক্ষ থেকে আমাদেরই এজেন্টগণ হিসেব তৈরী করে অদূরদর্শী গইমদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, অদূর